POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 39
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ২৮ শে সেপ্টেম্বর, 2017 28 তাবুক , 1396 হিজরী শামসী 7 মহরম 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি সত্য বলছি এবং খোদার কসম করে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান এবং তারা আঁ হযরত (সা.) ও কুরআন করীমের সেই ভাবেই ঈমান আনে যেভাবে একজন প্রকৃত মুসলমানের ঈমান আনা উচিত।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আমি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে ব্যাথাতুর হৃদয়ে একথা বলছি যে, জাতি আমার বিরোধীতায় কেবল ত্বরাপরায়ণতাই দেখায় নি বরং যারপরনায় নির্মমতার পরিচয় দিয়েছে। কেবল ঈসা (আ.)-এর মৃতুর বিষয়টিকে কুরআন করীম, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত, সাহাবাগণের ঐক্যমত, যৌক্তিক প্রমাণ এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী **দ্বারা** প্রমাণ করতে হত এবং প্রমাণ করছি। হানাফী মতের পুস্তকাবলী, হাদীস এবং শরীয়তের যুক্তি-প্রমাণাদি আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু তারা আমাকে ভাল করে জিজ্ঞাসা না করে এবং আমার যুক্তি-প্রমাণ না শুনেই এই বিষয়ে বিরোধীতায় এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেল যে, আমাকে কাফের নামে আখ্যায়িত করা হল। তারা এতেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং নানান ধরণের অপবাদ দিয়েছে। যদি তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, ধার্মিকতা এবং তাকওয়া থাকত, তবে তারা আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করত। আমি যদি আল্লাহ্‌ ও রসূলের কথা উলংঘন করে থাকি তবে আমাকে দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি অপবাদ দেওয়ার তাদের অধিকার ছিল। কিন্তু আমি যেহেতু প্রথমেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা থেকে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হওয়াকে আমি বেঈমানী বলে মনে করি। আমার আক্বিদা হল, যে এটিকে সামান্যের তরেও ত্যাগ করবে সে জাহান্নামী। এছাড়া আমি এই আকিদাটিকে কেবল বক্তৃতাসমূহেই সীমাবদ্ধ রাখি নি, বরং আমার প্রায় ষাটটি রচনাবলীতে তা অত্যন্ত সুস্পষ্টতার সঙ্গে বর্ণনা করেছি। দিবারাত্রি আমাকে এই চিন্তাই ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। এই বিরোধীরা যদি খোদাকে ভয় করত তবে কি আমাকে জিজ্ঞাসা করা তাদের কর্তব্য ছিল না যে, অমুক বিষয়টি ইসলাম বহির্ভূত, এর কারণ কি অথবা তোমার কাছে এর উত্তর কি আছে? কিন্তু তারা মোটেই এমনটি করে নি। তারা এবিষয়ে কোনও পরোয়া করে নি। শোনামাত্রই কাফের বলে দিয়েছে। আমি তাদের এই আচরণ দেখে যারপরনায় বিস্মিত হই। কেননা প্রথমতঃ ইসলামে প্রবেশ করার জন্য এমন কোন শর্ত নেই যেখানে ঈসা (আ.) জীবিত আছেন বলে কোন আক্বিদা রাখতে হবে। এখানেও হিন্দু বা খৃষ্টানরা মুসলমান হয়।

اٰمَنۡتُ بِاللّٰہِ وَمَلٰٓئِکَتِہٖ وَکُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ وَالۡقَدۡرِ خَیۡرِہٖ وَشَرِّہٖ مِنَ اللّٰہِ تَعَالٰی وَالۡبَعۡثِ بَعۡدَ الۡمَوۡتِ

ছাড়াও তাদের কাছে এই স্বীকারুক্তিও নেওয়া হয়? যখন এটি ইসলামের কোন অংশ নয়, তবে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ায় কেন এই ফতোয়া দেওয়া হল যে, এদেরকে যেন মুসলমানদের কবরস্তানে কবর না দেওয়া হয় , এদের ধন-সম্পদ লুঠ করে নেওয়া বৈধ, এদের মহিলাদেরকে নিকাহ ছাড়াই বাড়িতে রাখলে কোন দোষ নেই এবং এদেরকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি এবং কেন কাফের, দাজ্জাল আখ্যা দিয়ে আমার উপর এমন তীব্র আক্রমণ করা হল? এক সময় এই মৌলবীরাই চিৎকার করে বলত যে, যদি ৯৯ টি কুফরের কারণ থাকে এবং একটি ইসলামের কারণ থাকে তুবও কুফরের ফতোয়া দেওয়া উচিত নয়, তাকে মুসলমানই বল। কিন্তু এখন কি হয়েছে? আমি কি এর থেকেও নিকৃষ্ট? আমি এবং আমার জামাত কি اَشۡھَدُ اَنۡ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ وَاَشۡھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُہٗ وَرَسُوۡلُہٗ পাঠ করে না? আমি কি নামায পড়ি না, না কি আমার অনুরাগীরা নামায পড়ে না? আমরা কি রমযানে রোযা রাখি না? আমরা কি সেই সকল ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করি না আঁ হযরত (সা.) যা ইসলাম রূপে আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন?

আমি সত্য বলছি এবং খোদার কসম করে বলছি, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান এবং তারা আঁ হযরত (সা.) ও কুরআন করীমের সেই ভাবেই ঈমান আনে যেভাবে একজন প্রকৃত মুসলমানের ঈমান আনা উচিত। ইসলামে থেকে সামান্য বিচ্যুত হওয়াকেও ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার ধর্ম বিশ্বাস হল কোন ব্যক্তি যত প্রকার আশিস ও কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং যতটুকু খোদার নৈকট্য অর্জন করতে পারে তা কেবল আঁ হযরত (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্য ও তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসার মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে, নচেত সে কিছুই অর্জন করতে পারে না। তিনি ছাড়া পুণ্যের আর কোন পথ অবশিষ্ট নেই। তবে একথাও সত্য যে, আমি কখনো বিশ্বাস করি না যে, মসীহ (আ.) এই পার্থিব শরীর নিয়ে আকাশে গেছেন এবং এযাবৎ জীবিত আছেন। এই জন্য যে, এমন বিশ্বাস পোষণ করলে আঁ হযরত (সা.)-এর ঘোর অবমাননা হয়। আমি এক মূহুর্তের জন্যেও এই আজগুবি বিশ্বাস সহন করতে পারি না। একথা সর্বজনবিদিত যে আঁ হযরত (সা.) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন এবং মদিনায় তাঁর সমাধি মজুদ আছে। প্রতি বছর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হাজীরা সেখানে যান। এখন মসীহ (আ.)-কে মৃত বিশ্বাস করা বা তাঁর সঙ্গে মৃত্যু আরোপ করা যদি তাঁর অবমাননা করা হয় তবে আমি বলব যে, আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে এই অসম্মান কে কেন স্বীকার করে নেওয়া হয়? কিন্তু তোমরা বড়ই আনন্দের সঙ্গে বল যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। মেলাদ-মেহফিলে খুব সুর করে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেন। এবং কুফফারদের মত তোমরাও পরম উদারতা সহকারে একথা মেনে নাও যে, তিনি মারা গেছেন। তবে আমি বুঝতে পারি না যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে এমন কি অঘটন ঘটে যে তোমাদের চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে? আমার কোন দুঃখ ছিল না, যদি তোমরা আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে মৃত্যু শব্দটি শুনে এভাবে অশ্রুপাত করতে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে তোমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নাও, সেই ব্যক্তি যে নিজেকে আঁ হযরত (সা.)-এর জুতোর ফিতা খুলে দেওয়ারও যোগ্য মনে করে না , তাকে তোমরা জীবিত বিশ্বাস কর এবং তার সম্পর্কে 'মৃত্যু' শব্দ শুনলে তোমাদের ক্রোধের সীমা থাকে না। যদি আঁ হযরত (সা.) এ যাবৎকাল জীবিত থাকতেন তবে তাতে দোষের কিছু ছিল না। এই জন্য যে, তিনি সেই মহান হেদায়েত নিয়ে এসেছিলেন যার তুলনা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। তিনি সেই আমল করে দেখিয়েছেন যে আদম থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কেউ সেগুলির নমুনা উপস্থাপন করতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি যে, মুসলমানদের জন্য আঁ হযরত (সা.) কে যতটা প্রয়োজন ছিল ততটা প্রয়োজন ঈসা (আ.)-এর ছিল না। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর সাহাবারা উন্মাদ প্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি হযরত উমর (রা.) খাপ থেকে তরবারি বের করে বললেন,

এরপর বারোর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

মৌলানা আতাউল মুজীব রাশেদ, (তৃতীয় পর্ব)

হযরত আবু বাকার ও হযরত উমর (রা.)-এর যে ঘটনা আপনারা পড়লেন তা আমাদেরকে বর্তমান যুগের মিয়াঁ শাদি খান (রা.)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। সিয়ালকোটের এই কাঠের ব্যবসায়ী খোদার উপর সব সময় আস্থা রাখতেন। অসচ্ছলতা ছিল কিন্তু ভীষণ উদারমনা ছিলেন। তাঁর নমুনা অসাধারণ ছিল। একবার তিনি ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্র বিক্রি করে দেড়শো টাকা সংগ্রহ করেন, উপরন্তু আরও দুইশ টাকা জোগাড় করে হুযুর (আ.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। সেই যুগে এটি অনেক বড় আর্থিক ত্যাগ ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি মজলিসে এবিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন- "মিয়াঁ শাদি খান তাঁর সর্বস্বই দান করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনি সেই কাজ করেছেন যা হযরত আবু বাকার (রা.) করেছিলেন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৫)

মিয়াঁ শাদি খান এই কথা জানতে পেরে নিজের বাড়ি যান। চতুর্দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন সমস্ত ঘর ফাঁকা হয়ে রয়েছে, কেবল কয়েকটি খাট পাতা ছিল। তিনি সেই মূহুর্তেই সেগুলিকেও বিক্রি করে দিলেন এবং সমস্ত অর্থ হুযুর (আ.)-এর চরণে নিবেদন করলেন এবং হুযুর (আ.) মুখ নিঃসৃত কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পুরণ করে দিলেন।

লক্ষ্য করুন আল্লাহ্ তা'লা এই আত্মোৎসর্গকারী খাদিমকে কিভাবে পুরস্কৃত করলেন। মৃত্যুর পর তার শেষ বিশ্রামকক্ষ (কবর) বেহেশতি মাকবারায় এমন স্থানে তৈরী করা হল যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাযার অনতিদূরেই ছিল। এবং পরবর্তীতে সেটি পবিত্র গন্ডীর মধ্যে চলে আসে।

'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তৌফিক কোন মানুষ তখনই পায় যখন সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে শেখে। এ সম্পর্কে হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব (রা.) -এর নমুনা স্মরণ রাখার যোগ্য। তাঁর পুত্র হযরত সাহেবযাদা পীর ইফতেখার আহমদ (রা.) বর্ণনা করেন: " আমাদের পরিবারে কোন খরচ ছিল না। আমার পিতা আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আটা আছে? তিনি উত্তর দেন: নেই। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করেন অন্যান্য জিনিস আছে? মা উত্তর দেন: নেই। প্রশ্ন করা হয় জ্বালানী আছে? সেই একই উত্তর আসে। তিনি পকেটে হাত দেন। মাত্র দুই টাকা ছিল। তিনি বললেন: এই পয়সায় তো এত কিছু জিনিস আসবে না। আমি এক কাজ করি, পয়সাটি নিয়ে ব্যবসা করি। তিনি সেই দুটাকা কোন অভাবীকে দিয়ে নিজে নামায পড়তে চলে যান। পথে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য দশ টাকা পাঠিয়ে দেন। ফিরে এসে তিনি বলেন, দেখ আমি ব্যবসা করে এলাম। এখন সব কিছু কিনে আন। আল্লাহ্ তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় করলে কখনও কমে যায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। "

(ইনামাত খুদাবন্দে করীম, পৃষ্ঠা: ২২১-২২২)

ধর্মের পথে আর্থিক কুরবানি করার একটি মহান দৃষ্টান্ত হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের। লন্ডন মিশনে ষাটের দশকে জামাতে আহমদীয়া বিট্রেনের কেন্দ্রের বর্তমান দুটি ভবনকে (সেগুলি অনেক পুরনো হয়ে গিয়েছিল) ভেঙ্গে নতুন করে বড় কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হয়। যেখানে দুটি বড় হল থাকবে, এছাড়াও থাকবে অফিস এবং দুটি বড় ও একটি ছোট থাকার ঘর। এই নির্মাণ কার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য জামাতের কাছে প্রয়োজনীয় এক লক্ষ পাউন্ড ছিল না। জামাতের কাজের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে সুদে লোন নেওয়াও জামাতের রীতি নয়।

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টার পর যখন কোন উপায় বেরিয়ে এল না, তখন হযরত চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ সাহেবের কাছে আবেদন করা হয়, যে তিনি কি সেই অর্থ দিতে পারেন যা পরবর্তীতে কিস্তিতে পরিশোধ করে দেওয়া হবে? তিনি তাতে সম্মতি জানান। কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিপত্র তৈরীর প্রস্তাব দেওয়া হল এই মর্মে যে, চৌধুরী যাফরুল্লাহ সাহেব জামাতকে এক লক্ষ পাউন্ড দিবেন এবং জামাত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব নিবে। একদিন সন্ধ্যায় চুক্তিপত্রটি চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ সাহেবকে দেওয়া হল। তিনি বললেন, আমি চিন্তাভাবনা করার পর স্বাক্ষর করে কালকে ফেরত দিয়ে দিব।

পরের দিন সকালে চৌধুরী যাফরুল্লাহ সাহেব বললেন, আমি এ বিষয়ে চিন্তা করেছি এবং সততার সাথে আমি যখন ভেবে দেখলাম, আমার আত্মা আমাকে বলল! হে যাফরুল্লাহ্ খান! আজ তুমি যা কিছু অর্জন করেছ তা সবই জামাতের কল্যাণে। এখন কি তুমি সেই হিতৈষী জামাতকে পরিশোধনীয় ঋণ দিতে চাও? আমার আত্মা আমাকে ধিক্কার জানালো এবং আমি নিজের আশয় সম্পর্কে অতিশয় লজ্জিত হলাম। আমি অনেক ইসতেগফার করলাম। সেই মূহুর্তেই আমি মনস্থির করলাম যে, কাঙ্খিত অর্থ ঋণ হিসেবে নয়, বরং হৃতমান দান হিসেবে জামাতের কাছে উপস্থাপন করব। তিনি সেই চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং এক লক্ষ পাউন্ডের চেক ততক্ষণাৎ জামাতের হাতে তুলে দিলেন। এবং এও আবেদন জানান যে, এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ছাড়া যেন কাউকে আমার জীবদ্দশাতে অবগত না করা হয়। এটি কুরবানীর বিনয় এবং নিষ্ঠার কি অসাধারণ নমুনা ছিল!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তা বিভিন্ন সময়ে নিত্যনতুন রূপে প্রকাশ পেত। একটি ছোট্ট উদাহরণ উপস্থাপন করব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর এক সাহাবী সাঁই দিওয়ান শাহ বার বার কাদিয়ান আগমণের কারণ বর্ণনা করে বলেন: " আমি যেহেতু দরিদ্র মানুষ। চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। কাদিয়ান আসি যাতে সেখানে অতিথিশালায় খাট বুনে দিয়ে আসি আমার মাথা থেকে চাঁদার ঋণ শোধ হয়ে যায়। "

(আসহাবে আহমদ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯)

সম্পদ থাকলে তার চাহিদা এবং তা লাভ করার বাসনা থাকা সত্বেও ধর্মীয় প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জন্য নিঃসন্দেহে সাহসিকতার দরকার হয় এবং তা মহাপুণ্যের কারণ। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা সত্বেও খোদার পথে খরচ করা, এমনকি সর্বস্ব উৎসর্গ করে দেওয়া সত্যিই ধৈর্য্য এবং ত্যাগের এক উচ্চ মযার্দা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর আরেক সাহাবীর ঘটনা উপস্থাপন করছি যার সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছে। হযরত বাবু ফকীর আলি সাহেব (রা.) অমৃতসরে ছিলেন, সেই সময় হুযুর (আ.)-এর পক্ষ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য এক ব্যক্তি এসে পড়েন। নগদ অর্থ ছিল না, তাঁর কাছে পাত্রে কেবল আধ সের আটা রাখা ছিল। তিনি সেটুকুই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন এবং সেই রাত তিনি ও তাঁর পরিবার অনাহারে কাটান!

(আল-ফযল, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৭৭)

আর্থিক কুরবানীর মহত্বকে বাহ্যিক পরিমাপের দৃষ্টিতে বিচার করলে বোঝা যায় না, বরং তা উপলব্ধি করা যায় কুরবানীর নেপথ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে। হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব মরহুম এডভকেট সারগোধা সাহেব একজন আহমদী 'সাক্কা'-র (মধ্যযুগে চামড়ার থলিতে পানি সরবরাহকারী) ঘটনা অনেক বার শুনিয়েছেন। তাঁর কাজ ছিল শহরের নর্দমার সাফাইকমীদেরকে মশক বা চামড়ার থলি দিয়ে পানি সরবরাহ করা। (সেই যুগে) তাঁর মাসিক আয় ছিল ৩২ টাকা। সেই সেই আয় থেকে তিনি প্রতি মাসে ২০ টাকা হারে নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং ১২ টাকায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। নিঃসন্দেহে কুরবানীর এই মান অতি উচ্চ ও ঈর্ষণীয় এবং অনেকের জন্য তা শিক্ষণীয় বিষয়।

কাদিয়ানের এক দরবেশের কুরবানীর এ কেমন উদ্মাদনা ছিল যা শুনে আমাদের হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি হয়। শামসুদ্দীন সাহেব দরবেশ শারিরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। সর্বক্ষণ একটি ছোট্ট ঘরে পড়ে থাকতেন। ওসীয়ত ব্যবস্থাপনার সূচনা হয় ১৯০৫ সালে। তিনি ১৯১৯ সালে এর অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু এই প্রতিবন্ধীর উদারমনস্কতা দেখুন, তিনি ১৯০১ সাল থেকেই ওসীয়তের চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন। তিনি আজীবন চাঁদা দিয়ে গেছেন, এমনকি ভবিষ্যতের জন্য তিনি চাঁদা দিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ওসীয়তের চাঁদা দিয়ে রেখেছিলেন, অথচ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৫০ সালে। যেন তিনি প্রতিকী ভাষায় বলতে চেয়েছিলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সর্ব প্রথম আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন এবং যেন তাঁর বাসনা ছিল ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেঁচে থেকে ইসলামের সেবা অব্যাহত রাখা। কুরবানীর এই অনন্য প্রেরণা ছিল একজন প্রতিবন্ধী মানুষের। তিনি চলাফেরা করতে পারতেন না, এমনকি পাশ ফিরে শুতে পারতেন না। তাঁর জিহ্বাতেও জড়তা ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তর আকুল ছিল এবং কুরবানীর প্রেরণায় পূর্ণ ছিল!

(ওহ ফুল জো মুরঝা গায়ে, রচয়িতা: ফায়েয আহমদ গুজরাতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০-৬২)

চরম সংকট ও বিপদের সময় আন্তরিক আবেগ-অনুভুতিকে বিসর্জন দিয়ে খোদা তা'লার পথে কুরবানী পেশ করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর অগণিত উদাহরণ আহমদীয়াতের ইতিহাসে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হযরত কাযি মুহম্মদ ইউসুফ সাহেব (রা.) পেশাওয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: উযিরাবাদের শেখ পরিবারের এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার পিতা কাফন ও দফনের জন্য ২০০ টাকা সঞ্চিত রেখেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লঙ্গর খানার খরচের জন্য চাঁদা দানের আহ্বান জানান। তাঁর কাছেও চিঠি যায়। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে টাকা পাঠানোর পর লেখেন আমার যুবক পুত্র প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আমি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থার জন্য দুইশ টাকা সঞ্চিত রেখেছিলাম যা আপনাকে পাঠালাম। পুত্রকে তার নিজের পোশাকে দাফন করলাম।

(পত্রিকা যাহুরে আহমদ মাউদ, পৃষ্ঠা: ৭০) [ক্রমশঃ]

জুমআর খুতবা

আমরা আজ এখানে জলসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য একত্রিত হয়েছি। যেমনটি সকল আহমদীর জানা আছে, এই জলসায় আমরা কোন জাগতিক উৎসব বা পার্থিব কোন উদ্যেশ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হইনি। বরং আমরা এখানে এজন্য একত্রিত হয়েছি যেন একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে থেকে এবং এই সমস্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করতে পারি এবং জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে পারি, একই সাথে আমরা যেন আমাদের বিশ্বাসের দিক দিয়ে পরিপক্ক হতে পারি এবং নিজেদের ব্যাবহারিক জীবনে উন্নতি আনয়ন করতে পারি ও আল্লাহতায়ালার তাকওয়া অবলম্বন করতে পারি এবং সঠিক অর্থে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অধিকার প্রদান করতে পারি।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে বয়াতের উদ্দেশ্যাবলী এর দাবিসমূহের বর্ণনা এবং এ প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

জলসার দিনগুলোতে এই বিষয়ের উপরও লক্ষ্য রাখুন যে, এদিক সেদিক ঘোরা-ফেরার পরিবর্তে জলসার অনুষ্ঠানমালাতে যোগদান করুন। সমস্ত বক্তৃতা শুনুন। প্রত্যেকটি বক্তৃতাই কোননা কোন ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বিশ্বাসগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম হয়ে থাকে।

সকল অংশ গ্রহণকারীগণ কর্তব্যরত কর্মীদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। কর্ম কর্তাগণও প্রত্যেক জায়গায় যে যেখানে কর্তব্যরত আছেন সর্বোত্তম আচরণের নমুন দেখান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জলসা সালানা জার্মানী উপলক্ষ্যে জার্মানীর কালসারবের DM Arena থেকে প্রদত্ত ২৫ ই আগস্ট , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৫ যাহুর , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন–আমরা আজ এখানে জলসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য একত্রিত হয়েছি। যেমনটি সকল আহমদীর জানা আছে, এই জলসায় আমরা কোন জাগতিক উৎসব বা পার্থিব কোন উদ্যেশ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হইনি। বরং আমরা এখানে এজন্য একত্রিত হয়েছি যেন একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে থেকে এবং এই সমস্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করতে পারি এবং জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে পারি, একই সাথে আমরা যেন আমাদের বিশ্বাসের দিক দিয়ে পরিপক্ক হতে পারি এবং নিজেদের ব্যাবহারিক জীবনে উন্নতি আনয়ন করতে পারি ও আল্লাহতায়ালার তাকওয়া অবলম্বন করতে পারি এবং সঠিক অর্থে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অধিকার প্রদান করতে পারি।

এক অ-আহমদী বন্ধু হয়তো এই অজুহাত দিতে পারেন যে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অধিকার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই, কিন্তু একজন আহমদী কখনই এটি বলতে পারবেনা। তার সামনে তো বারংবার এই বিষয় বলা হয়ে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ:) এর আমাদের ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের এসব বিষয়ের এক অফুরন্ত ভান্ডার দিয়ে গেছেন। অনেক সময় মানুষ মনে করে যে একটি বিষয় তো আমি এর আগে শুনেছি বা পড়েছি, কিন্তু সেই বিষয়টি সে যখন দ্বিতীয়বার শোনে বা পড়ে তখন কোন না কোন নতুন জিনিস বা নতুন দিক সম্পর্কে সে জানতে পারে। একজন আহমদী যে কিনা বয়আত করে জামাতে প্রবেশ করেছে তার জন্য তো হযরত মসীহ মওউদ (আ:) বয়আতের শর্তাবলীর মধ্যে আমাদের এসব কর্তব্য ও অধিকার আদায় করার বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমাদের সর্বদা এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে আমরা কোন উদ্দেশ্যে জলসায় যোগদান করেছি। এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর কিছু উদ্ধিতি তুলে ধরতে চাই।

বিশ্বাসের প্রভাব যে কর্মে র ওপরও পড়ে এ কথা বোঝাতে চেয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেন, ইসলামের দুটি অংশ আছে। প্রথমটি হল আল্লাহ্‌র সমকক্ষ কাউকে দাঁড় না করানো এবং তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করে পূর্ণ আনুগত্য করা। এর বিপরীতে যারা প্রতিপালনকারী ও কৃপাকারী আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে তারা শয়তান।" (আল্লাহতায়ালার আমাদের ওপর এত বড় অনুগ্রহ থাকা সত্তেও যে আল্লাহতায়ালার কথা অমান্য করে এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেনা, সে কখনই রহমান খোদার বান্দা হতে পারেনা। সে তখন শয়তানে পরিণত হয়।) এরপর তিনি (আঃ) বলেন- দ্বিতীয় বিষয়টি হল সৃষ্ট সকল জীবের অধিকারসমূহের বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং সর্বাবস্থায় তা প্রদান করার চেষ্টা করা।" তিনি (আঃ) আরও বলেন, " যেসব জাতি ব্যাভিচার, পরচর্চা-পরনিন্দা ও মিথ্যাচারের মত বড় পাপের পথ অবলম্বন করেছে তারা পরিশেষে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিছু জাতি আবার এ সকল পাপের মধ্যে শুধু একটিতে নিমজ্জিত থাকার কারণেও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু যেহেতু মুসলমান জাতি আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত জাতি (আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দৃষ্টি মুসলমানদের ওপর রয়েছে) এই কারণে আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করছেন না। কেননা এমন কোন পাপ নেই যা তারা করছেনা। (এমন কোন্ পাপাচার আছে যা মুসলমানরা করতে বাকি রেখেছে?) তিনি (আঃ) বলেন- আজকাল প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক উপাস্য তৈরী করে রেখেছে।" (পার্থিব জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং এই পার্থিব জগত এবং জাগতিকতার উপাসনা করে থাকে।) তিনি বলেন- "যদি বিশ্বাস ঠিক থাকে তবে সৎ কর্মের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।" (যদি বিশ্বাস সঠিক থাকে এবং সে অনুযায়ী সংকল্পও ঠিক থাকে তবে পুণ্য কর্মও সম্পাদিত হবে।) তিনি (আঃ) আরও বলেন- "ব্যক্তি সত্যিকার ও ত্রুটিহীন বিশ্বাস রাখে এবং কাউকে আল্লাহতায়ালার সমকক্ষ দাঁড় করায় না তার সকল কর্ম নিজে থেকেই ভাল হয়। এই কারণেই মুসলমানরা যখন তাদের প্রকৃত বিশ্বাস ত্যাগ করল তখন তারা দাজ্জাল ও তার অনুচরদেরকে খোদার আসনে সমাসীন করে বসল। " (আমরা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে অনেক বড় বড় পরাশক্তিও জাগতিক ক্ষমতাকে খোদার আসনে বসিয়েছে এবং তাদেরই শরণাপন্ন হচ্ছে এবং এই দৃশ্য আমরা আজকাল সর্বত্র দেখতে পাই। ব্যক্তি পর্যায় থেকে আরম্ভ করে মুসলিম শাসিত দেশগুলোতোও আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই) কেননা তারা খোদাতায়ালার সমস্ত গুণাগুণ দাজ্জালের মধ্যে আছে বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। যখন দাজ্জালের মধ্যে খোদার সকল গুণাগুণ আছে তা স্বীকার করেই নিচ্ছ তাহলে তাকে কেউ খোদা নামে সম্বোধন করলে দোষ কোথায়? তিনি (আঃ) বলেন "তোমরা স্বয়ং খোদার দায়িত্ব দাজ্জালের হাতে অর্পণ করেছ। আল্লাহতায়ালা চান যেন বিশ্বাস সংশোধন হওয়ার পাশাপাশি পুণ্য কর্মের ক্ষেত্রেও সংশোধন ঘটে এবং এর মধ্যে কোন প্রকার ভেজালের মিশ্রণ যেন না থাকে। এবং একারণেই সরল সুদৃঢ় পথে চলাটা অত্যাবশ্যকীয়। তিনি বলেন যে আল্লহতায়ালা আমাকে বারংবার বলেছেন যে সকল প্রকার মঙ্গল কুরআনে নিহিত আছে। এর শিক্ষা হল এই যে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং কুরআন যা বলে তা সম্পূর্ণ সত্য।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২০-৪২১, লন্ডনে মুদ্রিত)

সমস্ত মঙ্গলের উৎস কুরআন করীমে সন্ধান কর এবং আল্লাহতায়ালার উপাসনা কর এবং তার অধিকার আদায় কর এবং তার বান্দাদের যে অধিকার সেটিও প্রদান কর।

অতএব খোদা তা'লাকে এক অদ্বিতীয় মনে করা, তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অধিকার প্রদান করার এ বিষয়ের দাবি করে যে, তার ইবাদাতের অধিকারও যেন প্রদান করা হয়। অতএব এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে যে এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এটি যে, যেন খোদা তা'লার জ্ঞান ও ব্যুতপত্তি লাভ হয়। আমরা কেন আহমদী হয়েছি? তাঁর হাতে বয়াত করার উদ্দেশ্য কী, তিনি (আ.) এই সিলসিলা কেন প্রতিষ্ঠা করেছেন? তিনি বলেন এর উদ্দেশ্যে হল যেন খোদা তা'লার জ্ঞান লাভ হয় আর দোয়া এবং ইবাদাতের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। তিনি বলেন, যেভাবে প্রথম ব্যক্তি যে কেবল দোয়া করে আর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে না সে গুনাহগার আর এমনিভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে চেষ্টা-প্রচেষ্টাকেই যথেষ্ট মনে করে সে নাস্তিক। (এক ব্যক্তি যে দোয়া করে কিন্তু চেষ্টা করে না তাহলে সেও অপরাধী কেননা খোদা তা'লা চেষ্টা করারও আদেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে আর দোয়া করে না সেও নাস্তিক।) কিন্তু চেষ্টা আর দোয়া উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করাই হল ইসলাম। (ইসলামের শিক্ষা কী? চেষ্টাও কর, নিজ সকল শক্তি-সামর্থ্যসহ চেষ্টা কর, জাগতিক যত উপায় উপকরন আছে তা ব্যবহারের মাধ্যমে চেষ্টা কর আর এভাবে দোয়াও কর আল্লাহ তা'লার কাছে অনুনয়-বিনয় করে অনেক দোয়া কর। ঐ চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রকৃত ফল তো আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করবেন, তিনি বলেন, যদি এমন করা হয় তবেই একে ইসলাম বলা হবে।) তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি আরো বলেছি, পাপ এবং অলসতা থেকে বিরত থাকার জন্য এতটা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত যতটা করা প্রয়োজন আর এতটা দোয়া করা উচিত যতটা দোয়া করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কুরআন করিমের প্রথম সুরা সূরা ফাতেহাতে এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে বলা হয়েছে- اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ۔ । اِيَّاكَ نَعۡبُدُ সেই মূল বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে যে, মানুষ প্রথমে যেন উপায়-উপকরণ থেকে সাহায্য নেয় কিন্তু এর সাথে সাথে দোয়ার দিকটিও ত্যাগ করবে না বরং চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে সাথে দোয়াকেও যেন দৃষ্টিতে রাখা হয়। তিনি বলেন, মোমেন যখন اِيَّاكَ نَعۡبُدُ বলে অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি তখন এর সাথে সাথে তার হৃদয়ে এ চিন্তাও আসে যে, আমি কী জিনিস যে খোদা তা'লার ইবাদত করব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দয়া ও কৃপা না হবে? (অনেকে অনেক দম্ভ করে যে আমি তো খুব ইবাদাতগুজার, খুব নামাযী কিন্তু এটিও খোদা তা'লার কৃপা। এক প্রকৃত মোমেন এ কথা চিন্তা করে যে, ইবাদাতের সৌভাগ্য দেওয়াও আল্লাহ তা'লার কৃপা। তিনি বলেন- "তাই সাথে সাথে সে বলে, 'ইয়্যাকানাসতাঈন'। সাহায্যও তোমার কাছে চাই। এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয় যা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি। ইসলামই এটি বুঝেছে।" তিনি বলেন- "অতএব এই মৌলিক বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ইসলামের মাঝে প্রবেশকারীর জন্য আবশ্যক। চেষ্টা প্রচেষ্টা করুন এবং সমস্যাবলী দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়াও করুন । এতদ উভয়ের মাঝে কোন একটি বিষয়ে ঘাটতি থাকলে হবে না। এজন্য এ বিষয়ের উপর আমল করা প্রত্যেক মোমিনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান যুগে আমি দেখে থাকি যে, তারা চেষ্টা তো করে থাকে কিন্তু দোয়ার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে থাকে বরং বস্তুবাদীতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বাহ্যিক চেষ্টা প্রচেষ্টাকেই উপাস্য বানিয়ে নেওয়া হয়েছে আর দোয়ার ব্যাপারে উপহাস করা হয় আর একে অনর্থক জিনিস আখ্যা দেওয়া হয় । এ সমস্ত ব্যাপার ইউরোপের অনুকরণ করা হয়েছে। এটি ভয়ংকর বিষ যা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে । (বর্তমানে এখানে অর্থাৎ ইউরোপে খোদার প্রতি মানুষের বিশ্বাস প্রতিনিয়ত লোপ পাচ্ছে । নাস্তিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর মুসলমানরা মনে করছে হয়ত এরই মধ্যে তাদের উন্নতির রহস্য নিহিতি রয়েছে। এর পরিনাম ভালো হবে না।) মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন- " এটি একটি মারাত্মক বিষ বিশেষ যা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু খোদাতালা চান যেন এই বিষবাষ্প দূর হয় । সুতরাং তিনি এই উদ্দেশ্যেই এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন । (আর যারা আহমদী সদস্য তারা যেন এই সমস্ত প্রভাব গ্রহণ না করেন, যারা খোদাতালার উপর বিশ্বাস রাখে না তাদের প্রভাব যেন গ্রহণ না করেন বরং তাদের কে খোদাতালার সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং প্রকৃত ইসলামের ব্যপারে তাদেরকে অবগত করতে হবে। এটি একজন আহমদীর কাজ) তিনি বলেন- " যেন পৃথিবীবাসী খোদাতালার মারেফাত লাভ করে আর দোয়ার সত্যতা আর এর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৮-২৬৯, লন্ডনে মুদ্রিত)

মানুষ মনে করে দোয়ার কোন বাস্তবতা নেই। একজন আহমদীর ঈমান এমন হওয়া উচিত যে একদিকে যেমন তার দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রতি ঈমান থাকবে তেমনি এর পাশাপাশি দোয়া গৃহীত হওয়ার অভিজ্ঞতাও থাকবে। সুতরাং একজন আহমদীকে এই অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। আর যখন অবস্থা এমন হবে তখন ঈমানের দৃঢ়তাও সৃষ্টি হবে। মানুষ তখন অস্থায়ী উপাস্যের পিছনে ছুটবে না বরং প্রকৃত উপাস্যকে চিনে শুধুমাত্র তার সমীপে নতজানু হবে। আর সেই প্রকৃত স্রষ্টার পরিচয় আর তার ইবাদতের পরম উৎকর্ষে পৌঁছানোর পথ আমাদেরকে আঁ হযরত (সাঃ) তাঁর অবতীর্ণ হওয়া ঐশী গ্রন্থ ও তার কর্মের মাধ্যমে দেখিয়েছেন । এজন্য প্রকৃত জ্ঞান ও দোয়ার স্বরূপ আমাদের নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা আঁ হযরত (সাঃ) এর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থ াপন করতে পারব।

সুতরাং হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এই জামাত প্রতিষ্ঠা ও নিজের আর্বিভাবের উদ্দেশ্য বর্ণণা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন-"যদি আমাদের জামাতের মধ্যে হতে কেঊ ওয়াকিবহাল না থাকে তবে সে যেন জেনে নেয় (যদি কারো অজানা থাকে তবে তার জানা থাকা উচিত) যে, এই জামাত প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর কী উদ্দেশ্য ? আর আমাদের জামাতের কী করণীয়? আর এটিও যেন কেউ ধরে না বসে যে, শুধু প্রথাগত বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যেই প্রকৃত নাজাত নিহিত । তাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় কি তা বলে দেওয়া আবশ্যক। (শুধু বয়াতের মাধ্যমে প্রকৃত নাজাত অর্জিত হতে পারে না।) তিনি (আঃ) বলেন "আমি তোমাদের বলছি যে আল্লাহতালা কী চান। সবাই স্মরন রাখুন শুধু প্রথাগত বয়াত গ্রহণ করা অথবা আমাকে ইমাম মান্য করাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয় । কেননা আল্লাহতালা অন্তর্যামী। তিনি মৌখিক দাবিকে গ্রাহ্য করেন না। নাজাতের ব্যাপারে যেভাবে আল্লাহ তা'লা বার বার স্মরণ করান সেটাই জরুরি আর সেটি হল প্রথমত বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহকে এক অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা, আঁ হযরত (সাঃ) কে সত্য নবী হিসেবে মান্য করা এবং কুরআন শরীফকে আল্লাহ্র এমন কিতাব বলে মান্য করা যে কিয়ামত পর্যন্ত আর অন্য কোন কিতাব বা শরীয়ত আসবে না অর্থাৎ কুরআন শরীফের পর এখন কোন কিতাব অথবা শরীয়তের প্রয়োজন নেই । ভালভাবে স্মরণ রেখ, আঁ হযরত (সাঃ) সর্বশেষ নবী অর্থাৎ আমাদের নবী (সাঃ) এর পর আর কোন নতুন নবী অথবা নতুন শরীয়ত আসবে না বা নতুন আদেশ আসবে না । এটাই চিরস্থায়ী কিতাব আর এই আদেশাবলীই থাকবে। আমার সম্পর্কে নবী ও রসূল সূচক যে শব্দগুলো আমার পুস্তকে পাওয়া যায়, সেগুলি দ্বারা কোনভাবেই একথা বোঝানো হয় নি যে, জগতবাসীকে এখন আবার নতুন শরীয়ত বা নতুন 'আহকাম' শিক্ষা দেওয়া হবে বরং এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন যথাযথ প্রয়োজনের সময় কাউকে মামুর বা প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে দাঁড় করান তখন তাকে ঐশী বাক্যলাপের সম্মানে ভূষিত করেন এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেন। সেক্ষেত্রে তাকে নবী নামে অভিহিত করা হয় এবং মামুর বা নবীর পদবি লাভ করেন। এই অর্থ নয় যে, তিনি নতুন শরীয়ত প্রদান করেন অথবা নাউযুবিল্লাহ তিনি মহানবী (সা.) এর শরীয়ত রদ করেন বরং যা কিছু তিনি প্রাপ্ত হন মহানবী (সা.)-এর সত্য ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করেন। আর এই আনুগত্য ছাড়া এটি কখনই অর্জিত হতে পারে না। হ্যাঁ, এটি জরুরী যে, যখন পৃথিবীতে পাপের আধিক্য দেখা দেয় আর পৃথিবীবাসী ঈমানের সত্যতা অনুধাবন করতে পারে না আর তাদের নিকট অন্তঃসারশূন্য বিষয় রয়ে যায় আর মজ্জা অবশিষ্ট থাকে না। আর ঈমানী শক্তি দূর্ব ল হয়ে যায় আর শয়তানী আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। আর ঈমানের স্বাদ ও তৃপ্তি হারিয়ে যায়। এমন সময় রীতি অনুসারে খোদা তাঁর সেই পূর্ণ বান্দাকে বাক্যালাপের সম্মান প্রদান করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যিনি খোদার সঙ্গে সত্যিকার আনুগত্যে বিভোর ও আত্মবিলীনতার মর্যাদায় উপনীত হয়। আর এখন তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। (তিনি বলেন, এ সময় তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন) কেননা, এটিই সেই যুগ যখন কি না ঐশী ভালবাসা বা ঈশ্বরপেম একেবারে নিরুত্তাপ হয়ে পড়েছে। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মানুষ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه তে-ও বিশ্বাসী। মৌখিকভাবে মহানবী (সা,) কেও সত্য বলে স্বীকার করছে, বাহ্যত নামাযও পড়ছে, রোযাও রাখছে, কিন্তু প্রকৃত কথা হল আধ্যাত্মিকতা একেবারেই নেই। আর অপরদিকে তাদের পুণ্যকর্মের বিপরীত কাজ করাটাই সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের কর্ম গুলো আমলে সালেহ এর মাপকাঠিতে করা হচ্ছে না। (যা করা হচ্ছে তা আমলে সালেহ এর বিপরীত। অধিকাংশ মুসলমানদের মাঝে এই দৃশ্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে।) তিনি বলেন, বরং তারা যে কাজ সম্পাদন করছে তা কেবল প্রথা সর্বস্ব। (কিছু কাজ করা হলেও বেশিরভাগ কাজ প্রথা সর্বস্ব। অথবা শুধু অভ্যাসবশতঃ এ সমস্ত কাজ করা হচ্ছে আর এ কাজের মর্মার্থ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ।) কেননা তাতে নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া মাত্র নেই। অন্যথায় তাদের (তথাকথিত) পুণ্যকর্মের বরকত ও জ্যোতিঃ সঙ্গে নেই কেন?" (আমলে সালেহ এর মর্মার্থ বুঝে কর্ম সাধন করা হয়, খোদার সন্তুষ্টি অর্জ নের জন্য যদি করা হয় তবে তার সাথে কিছু পরিণাম বা বরকতও থাকা দরকার) তিনি বলেন: ভালোভাবে স্মরণ রাখবে, যতক্ষণ না স্বচ্ছ হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার সাথে এ সমস্ত কাজ সম্পাদিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লাভ হবে না আর এ সমস্ত কাজ ফলপ্রসূও হবে না। পুণ্যকর্ম কেবলমাত্র তখনই

পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হবে যখন এর মাঝে কোন প্রকারের ত্রুটি থাকবে না। পুণ্যের বিপরীত হল অরাজকতা। পুণ্য সেটিই, যেটি যাবতীয় প্রকারের অরাজতকা হতে মুক্ত। যাদের নামাযে বিশৃঙ্খলা রয়েছে আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা লুকিয়ে রয়েছে তাদের নামায মোটেই আল্লাহর জন্য নয় আর সেই নামায ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিন্দু পরিমাণও উপরে ওঠে না। কেননা, তাতে নিষ্ঠার প্রেরণা নাই আর তা আধ্যাত্মিকতা শূন্য। অনেক এমন মানুষ রয়েছে যারা আপত্তি করে বলে যে, এই জামা'তের দরকারই বা কী? (হযরত মসীহ মওউদ আ. নতুন জামা'ত কেন প্রতিষ্ঠা করলেন? এর প্রয়োজন কি ছিল?) তিনি বলেন, তারা বলে যে, আমরা কী নামায রোযা করি না? তিনি (আ.) আরো বলেন: তারা এমন কথার মাধ্যমে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে। আর কিছু অজ্ঞ মানুষ যদি তাদের এমন কথা শুনে সত্যি সত্যিই প্রতারিত হয়, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই আর তারাও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে একথা বলে যে, যেখানে আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি আর দরূদ ও দোয়া করি, সেখানে কেন (একটি নতুন জামাত সৃষ্টি করে) দলাদলি বৃদ্ধি করল? তিনি বলেন: দেখ এ ধরণের কথা জ্ঞানের স্বল্পতা ও মারেফাতের অভাবে বলা হয়ে থাকে। এটি আমার নিজের কাজ নয়। এই নতুন দল বা বিভেদ যদি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহই করেছেন। (আমি এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করি নি। তিনি বলেন আমি তো জামাত প্রতিষ্ঠা করিনি। খোদাতা'য়ালা আমাকে বলেছিলেন যে জামাত প্রতিষ্ঠা কর এবং তিনি এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদি তোমরা বল যে আমি বিভেদ সৃষ্টি করেছি তবে খোদা তা'লার উপর অপবাদ আরোপিত হয়, আমার উপর অপবাদ আসে না।) তিনি বলেন যে যিনি এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন (তিনি আল্লাহ। তাকে জিজ্ঞেস কর তিনি কেন এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন?) তিনি বলেন " যেহেতু ঈমানী অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে হতে তা একেবারে শূন্যের ঘরে এসে পৌছেছে তাই খোদা তা'য়ালা এই জামাতের মাধ্যমে প্রকৃত ঈমানের আত্মা সঞ্চার করতে চান। এমতাবস্থায় তাদের এই আপত্তি অমূলক ও যুক্তিহীন । সুতরাং স্মরণ রেখো, এমন প্ররোচনা কখনোই যেন কারো হৃদয়ে না জাগে আর যদি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কাজ করা হয় তবে মনে এমন প্ররোচনা সৃষ্টিই হতে পারে না। পূর্ণ মনোযোগের সহিত কাজ না করার ফলেই প্ররোচনার সৃষ্টি হয় যারা বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই বলে দেয় যে আরও তো মুসলমান রয়েছে। এমন প্ররোচনায় মানুষ দ্রুত ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়। তিনি বলেন, আমি এ ধরণের লোকেদের কিছু চিঠি পেয়েছি। (হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর নিকট নতুন বয়াতকারীদের কিছু চিঠি আসত যারা বয়াত করার পরও তাঁর নিকট চিঠি লিখতেন।) যারা বাহ্যিকভাবে আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা বলে যে আমাদেরকে যখন একথা জিজ্ঞেস করা হয় যে, অন্যান্য মুসলমানরাও তো নিয়মিতভাবে নামায পড়ে, কালেমা পাঠ করে, রোযা রাখে, সৎ কাজ করে এবং তাদেরকে পুণ্যবান বলেই মনে হয় তবে এই নতুন জামাতের কি প্রয়োজন? তিনি বলেন, এসকল লোকেরা আমাদের জামাতভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এসব প্ররোচনা ও আপত্তি শুনে চিঠি লেখে যে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি, এসব চিঠি পড়ে আমার এসকল লোকেদের জন্য আক্ষেপ ও দয়া হয়, এ কারণে যে তারা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারে নি। তারা শুধুমাত্র এটি দেখে যে এসকল লোকেরা প্রথাগতভাবে আমাদের ন্যায় ইসলামের রীতি মেনে চলে এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ পালন করে, যদিও সত্যের প্রেরণা তাদের মাঝে থাকে না। এজন্য এসকল কথাবার্তা ও প্ররোচনা তাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। তারা সেই সময় ভাবে না যে আমরা প্রকৃত ঈমান সৃষ্টি করতে চাই যা মানুষকে পাপের মৃত্যু থেকে বাঁচায়। আর এই সব রীতি-নীতির অনুসারীদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য নেই। সত্যতা নয়, তাদের দৃষ্টি রয়েছে বাহ্যিকতার উপর। তাদের নিকট খোলস রয়েছে যার ভিতর মজ্জা নেই।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৫-২৩৯, লন্ডনে মুদ্রিত)

সুতরাং যখন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হল- খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করানো, আঁ হযরত (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে পরিচয় করানো, কুরআন করীমের শাসনকে নিজের উপর বলবৎ করা, তবে আমরা যারা তাঁর মান্যকারী, আমাদেরও সেই মত নিজেদের বিশ্বাসগত ও কর্মগত অবস্থার সংশোধন করা উচিত এবং এটি শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে দেখা উচিত নয়। যদি আমরাও এটি মনে করি, অন্যান্য মুসলমানরাও আমাদের ন্যায় নামায এবং রোযা পালন করে থাকে এবং কোন পার্থক্য চোখে না পড়ে তবে আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের প্রার্থনাসমূহে, আমাদের দোয়াতে, আমাদের প্রশংসা-কীর্তনে, এই পার্থক্য থাকা উচিত। আমাদের সেবামূলক কাজে এমন আন্তরিক আবেগ থাকা উচিত যা অন্যান্যদের মাঝে খুঁজে না পাওয়া যায়।

অতঃপর আমাদেরকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, আমাদের ব'য়াত অকৃত্রিম নাকি তা শুধুমাত্র আওড়ানো বুলি মাত্র। আমাদের উপাসনা কি খোদা তা'য়ালাকে এক অদ্বিতীয় জেনে তাঁরই জন্য তো? এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করেন, কিন্তু তাতে সেই আবেগ থাকে না। আহমদীদের মাঝেও এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন না আর সাক্ষাতের সময় আমাকেও বলে থাকেন, দোয়া করুন যেন নামায আদায় করতে পারি। অথচ এটি তো একটি প্রাথমিক জিনিস যা প্রত্যেক আহমদীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এটি প্রত্যেক মুমিন ও মুসলমানের জন্য আবশ্যক। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর নিকট বয়াত করার পর তো আন্তরিকতার সঙ্গে নামায আদায় করা উচিত, এমনটি হওয়া উচিত নয় যে পুরো নামায পড়বেন না আর এখানে এসে বলবেন যে দোয়া করুন যেন আমি নামায আদায় করতে পারি। যখন নিজে থেকেই উপলব্ধি করেন যে নামায পড়েন না, তখন নিজে থেকে কোন উপায় বের করা চেষ্টাও তো থাকা উচিত। নিজেই চেষ্টা করতে হবে। নিজে কেন চেষ্টা ও দোয়া করেন না? যখন 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন' পড়েন তো শুধুমাত্র মুখ দিয়ে বলার পরিবর্তে সেই শব্দগুলিকে হৃদয়ের গভীরে আওড়াতে আওড়াতে তার উপর আমল কেন করেন না? আমরা যদি আঁ হযরত (সা.) কে সত্য নবী বলে মান্য করে থাকি তবে তাঁর প্রত্যেকটি কাজ আমাদের জন্য আদর্শ। ইবাদতসমূহের পাশাপাশি তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্র আমাদের জন্য আদর্শ। সামাজিক সম্পর্ক সমূহ, পারিবারিক সম্পর্ক সমূহ, স্ত্রীদের সাথে উন্নত চরিত্রের নমুনা তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু এমন অনেকে আছে যারা ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করে। তাদের আবেগ-অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখতে তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে বাচ্চাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন। তিনি (সা.) আমাদেরকে অন্যদের সাধারণ আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছেন। ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলার ব্যাপারেও আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন ও শিখিয়েছেন এবং নিজেও অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। আমানত রক্ষা করার বিষয়ে তো ইসলামের শিক্ষায় কঠোর উপদেশ রয়েছে এবং তিনি নিজে আমল করে দেখিয়েছেন। পরিস্থিতি যাইহোক না কেন, বিনয় প্রদর্শন এবং সত্যতার সর্বোচ্চ মান তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এছাড়া আর কোন্ নৈতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার পরম মার্গে আমরা তাঁকে উপনীত দেখি না? যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত (সা.) কে সত্য নবী হিসেবে মান্য করি এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে তাঁর দাসত্বে প্রেরিত যুগের ইমাম হিসেবে মান্য করি তবে নিজেদের আমলসমূহ এবং ইবাদতসমূহের মানও উচ্চ করতে হবে। কুরআন শরীফের নির্দেশাবলী ও তার বিধি-নিষেধ দেখে আমাদের যাচাই করতে হবে যে, কোন কোন পুণ্যকর্ম সমূহ আমরা করে থাকি আর কোন্ কোন্ কাজগুলো আমরা করছি না। কোন মন্দকর্মগুলি আমরা পরিত্যাগ করছি আর কোন্গুলো করছি না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মর্যাদা ও দাবীসমূহের বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত হওয়া উচিত।

সুতরাং এই যুগ যা জগতকে খোদা তা'লার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং উন্নতির নামে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত নতুনভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে- এসময় একজন আহমদীর-ই দায়িত্ব হল, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং খোদা তা'লার মা'রেফাতে নিত্যদিন উন্নতি করা। আ. হযরত (সা.)-এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা যেন শুধুমাত্র মৌখিক দাবি না হয় এবং শুধুমাত্র জয়ধ্বনিই যেন না দেওয়া হয় বরং সেই ভালসাসা ও অনুরাগ যেন তাঁর উত্তম আদর্শকে আপন করে নেওয়ার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে পরে তাঁরই নামে যেন অন্যায়-অনাচার যেন সংঘটিত হয়। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা ঠিক এমনই। এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের সংগঠন তৈরী হয়েছে। সরকার এবং সংগঠন উভয়েই ইসলাম এবং আ. হযরত (সা.)-এর নামে অত্যাচার করছে। রহমাতুল্লিল আলামিন যিনি সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরুপ এসেছিলেন সেই তাঁকেই তারা তাদের কর্ম কান্ডের মাধ্যমে অত্যাচারের প্রতীক বানিয়ে দিয়েছে, যদিও তাদের প্রয়াস সফল হতে পারবে না। এজন্য এই যুগে মসীহ মাওউদ (আ.) এসেছিলেন এবং আমরা এই চেষ্টাই করে যাচ্ছি যেন ইসলামের প্রকৃত চিত্র জগতের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। অতএব আমাদেরকে সেই প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করতে হলে তাঁর সকল আদর্শকে নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন শরীফের বিধি-নিষেধসমূহকে নিজের উপর বলবৎ করার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং প্রতিটি মুহূর্ত এই চেষ্টা করা উচিত যে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ যেন পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের এই চেষ্টা করা উচিত যে আমরা প্রতিটি ক্ষণ এবং প্রতিটি দিন এই চেষ্টাই করব যেন শয়তানের প্ররোচনা থেকে দূরে থাকি এবং রহমান খোদার নিকটবর্তী হই। অন্যথায় যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, অন্যরাও নামায পড়ে কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশের নামায মাটিতেই থেকে যায় তা 'আরশ' পর্যন্ত পৌঁছায় না। আরশের খোদার ঐ নামাযের কোন দরকার নেই, কেননা তাতে নিষ্ঠা নেই। তাতে

পার্থিবতার সংমিশ্রণ রয়েছে। এমন নামায যাতে রয়েছে দুর্ভোগ। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশ ও সতর্কবাণী আমাদেরকে যেন ভাবতে বাধ্য করে এবং এর সুবাদে আমরা যেন তাঁর বয়আতের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

সত্যিকার নামায কী? বিষয়টির স্পষ্টিকরণ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-" নামাযকে তখন সত্যিকার নামায বলা হয় যখন আল্লাহ তা'লার সাথে মানুষের সত্য ও পবিত্র সম্পর্ক তৈরী হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও আনুগত্যে সে এমন বিলীন হয়ে যায় এবং ধর্মকে এমনভাবে পার্থিবতার ওপরে প্রাধান্য দেয় যে, খোদা তা'লার পথে জীবন পর্যন্ত দিতে ও মৃত্যু বরণ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। যখন এমন অবস্থা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন বলা যাবে তার নামায প্রকৃত নামায। কিন্তু যখন পর্যন্ত এই সত্যিকার অবস্থা মানুষের মাঝে সৃষ্টি না হবে এবং সত্যিকার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেখাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায ও অন্যান্য আমল বৃথা। তিনি বলেন, অনেকে এমন আছেন, মানুষ যাদেরকে মু'মিন ও সত্যবাদী মনে করে কিন্তু আকাশে তাদের নাম কাফের। এই কারণে সত্যিকার মু'মিন ও নিষ্ঠাবান সেই যার নাম আকাশে মু'মিন রাখা হয়েছে, যদিও পৃথিবীর দৃষ্টিতে হয়তো সে কাফের বলে আখ্যায়িত হয়। (বর্তমানে পৃথিবী আমাদেরকে কাফের বললে আমরা বিন্দু পরিমাণও ভ্রুক্ষেপ করি না। যদি আমাদের আমল সঠিক হয়, আমাদের খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকে, তবে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন) তিনি বলেন, "প্রকৃত অর্থে মানুষের পক্ষে সত্যিকার ঈমান আনা এবং খোদা তা'লার প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেখানে অতি দুরূহ বিষয়। যখন মানুষ সত্যিকার ঈমান আনয়ন করে, তার একাধিক নিদর্শনাবলী প্রদর্শন হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন শরীফ সত্যিকার মু'মিনের যে বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করেছে তা তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল সত্যিকার ঈমান। আর সেই ঈমান হল যখন মানুষ দুনিয়াকে পদদলিত করে এমনভাবে তা থেকে পৃথক হয়ে যায় যে, যেভাবে সাপ নিজের খোলস থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসে, তখন দুনিয়া আর তার থাকে না। তার আসল উদ্দেশ্য খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করা। দুনিয়াও সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে যখন মানুষ প্রবৃত্তির খোলস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সে মু'মিন হয় এবং পূর্ণ ঈমানের বৈশিষ্টাবলী তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (আন-নাহল: ১২৯) অর্থাৎ নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'লা ঐ সমস্ত লোকদের সাথে রয়েছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা তাকওয়ার চাইতে এগিয়ে কাজ করে তারা মুহসিন হয়ে থাকেন।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪০-২৪১)

প্রকৃত পুণ্য কি? একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন- তাকওয়ার অর্থ পাপের সুক্ষ্ম রাস্তা থেকে বিরত থাকা, কিন্তু স্মরণ রেখ! পুণ্য শুধু এতটুকু নয় যে, কোন ব্যক্তি বলে আমি পুণ্যবান, এই জন্য যে, আমি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করি নি। (কারো সম্পদ নষ্ট করি নি), প্রতারণা করি না, চুরি করি না, কু-দৃষ্টি দিই না বা ব্যভিচার করি না। এমন পুণ্যকর্ম একজন 'আরেফ' (খোদার সত্তা সম্পর্কে বিশেষ বুৎপত্তি লাভে ধন্য ব্যক্তি)-এর নিকট হাস্যোস্পদ। কেননা যদি সে চুরি ও ডাকাতি ইত্যাদিপাপকর্ম করে করে তবে শাস্তি পাবে। সুতরাং এটি আরেফদের দৃষ্টিতে কোনও প্রশংসনীয় পুণ্যকর্ম নয়। বরং সত্যিকার নেকী বা পুণ্যকর্ম হল মানব সেবা করা এবং আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ত তা দেখানো এবং তাঁর পথে জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকা। এই জন্য এখানে বলেছেন যে, 'ইন্ন াল্ল াহা মা আল্লাযিনাত্তাকু ওয়াল্লাযিনা হুম মুহসিনুন' অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে রয়েছেন যারা পাপ থেকে বিরত থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নেকীও করেন। এটি ভালো করে স্মরণ রাখুন, শুধু পাপ থেকে বিরত থাকাই কোন ভাল গুণ নয় যখন পর্যন্ত তার পুণ্য কর্ম সম্পাদন না করবে। অনেক লোক এমন রয়েছেন যারা কখনও ব্যভিচার করেন নি, হত্যা করেন নি, চুরি করেন নি, ডাকাতি করেন নি এবং তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'লার রাস্তায় কোন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত তারা দেখান নি অথবা মানব জাতির কোন সেবা করেন নি এবং এই ধরণের কোন পুণ্য করেন নি। সুতরাং সেই ব্যক্তি অজ্ঞ যে এই বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করে নিজেকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা এটি তো অসৎ চাল-চলন। শুধু এতটুকু চিন্তা করলেই আল্লাহ্র আওলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না।" তিনি বলেন: অসৎ পথ অবলম্বনকারী, চোর বা বিশ্বাসঘাতক এবং উৎকোচ গ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ্র রীতিতে রয়েছে যে তাকে এই দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হয়। সে শাস্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত মারা যায় না। স্মরণ রেখো, শুধু এতটুকু বিষয়ের নাম নেকী নয়। তাকওয়া তুচ্ছ পদ মর্যাদা। এর উপমা সেই পাত্রের ন্যায় যেটিকে ভালোভাবে পরিস্কার করা হয় যেন তাতে উৎকৃষ্ট মানের ও স্বাদের খাদ্য পরিবেশন করা যায়। এখন যদি কোন পাত্রকে খুব ভালোভাবে পরিস্কার করে রেখে দেওয়া হয় কিন্তু তাতে খাদ্য না পরিবেশন হয় তবে কী তাতে ক্ষুধা নিবারণ হবে? কখনই নয়, সেই খালি পাত্র কি তাকে পরিতৃপ্ত করবে? কখনই নয়, এই উপমার দ্বারা তাকওয়াকে বুঝে নাও। তাকওয়া কী? (তাকওয়া হল) নফসে আম্মারার পাত্রকে পরিস্কার করা।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪১-২৪৩, লন্ডনে মুদ্রিত)

সুতরাং প্লেটকে পরিস্কার করে তাতে পুণ্য কর্মের খাদ্য পরিবেশন করা এবং তা আহার করাই মানুষকে খোদা তা'লার নৈকট্য প্রদান করে এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত করে।

অনেক বড় বড় পাপের মধ্যে একটি পাপ হল মিথ্যা। সেটি থেকে বিরত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এক সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি চিন্তা করেছি কুরআন শরীফে কয়েক হাজার আদেশ রয়েছে যেগুলির অনুসরণ করা হয় না। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে অবাধ্যতা করা হয়, এমন কি দেখা যায় যে, অনেক মিথ্যা তো দোকানদারাও বলে থাকে এবং মসলা বিক্রেতা মিথ্যা বলে, যদিও খোদা তা'লা তাকে কদর্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষকে দেখা যায় তারা অতিরঞ্জিত করে ঘটনা বর্ণনা করা থেকে বিরত হয় না এবং সেটিকে কোন পাপ মনে করে না। হাসি মজার ছলে মিথ্যা বলে। মানুষ সিদ্দিক নামে আখ্যায়িত হতে পারে না, যতক্ষণ মিথ্যার সমস্ত শাখা প্রশাখা হতে বিরত না হয়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২০, লন্ডনে মুদ্রিত)

একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য হল গোপনীয়তা রক্ষা বা অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা, যা শুধু উত্তম চরিত্রই নয় বরং তাতে মানুষ অনেক বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলতে পারে এবং দুনিয়াকেও তা থেকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং এই বিষয়টি বর্ণনা করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: আমি লক্ষ্য করেছি যে, জামা'তের মধ্যে পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদও হয়ে যায় এবং সামান্য ঝগড়া থেকে পরস্পরের সম্মানের ওপর আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। (সামান্য বিষয়ে মনমালিন্য হয় এবং তা বাড়তে বাড়তে এত বেশি হয়ে যায় যে, একে অপরের মান সম্মানের ওপর হামলা করতে শুরু করে) এবং নিজের ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে। এটি খুবই অসঙ্গত আচরণ।" তিনি বলেন- "এমনটি হওয়া উচিত নয় বরং একজন যদি নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় তবে সমস্যা কোথায়? (দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হলে একজন যেন শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়) তিনি বলেছেন: অনেক লোক তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে অন্যকে লাঞ্ছিত আখ্যায়িত না করে পিছু ছাড়ে না। এ বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। খোদা তা'লার নাম সাত্তার। তবে কেন এরা নিজ ভাইয়ের ওপর দয়া করে না এবং ক্ষমাপরায়ণতা প্রদর্শন করে দুর্ব লতা ঢেকে রাখে না। নিজ ভাইয়ের দুর্বলতা ঢেকে রাখা উচিত এবং তার মান সম্মানের ওপর হামলা করবেন না। তিনি (আ.) বলেছেন, একটি ছোট পুস্ত কে লেখা দেখেছি যে, এক বাদশা কুরআন লিখতেন। একজন মৌলবী বললেন, এই আয়াত ভুল লেখা হয়েছে, বাদশা তখন ঐ আয়াতের ওপর বৃত্ত এঁকে দেন যে, তা কেটে দেওয়া হবে। সে চলে যাওয়ার পর বৃত্তটি কেটে দেওয়া হল। বাদশাহর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হল যে তিনি এমনটি কেন করলেন? তো তিনি উত্তর দিলেন যে, আসলে সে ভুল করেছিল। (যে মৌলভী আমার সংশোধন করতে এসেছিল সে ভুল ছিল) কিন্তু আমি সে সময় বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলাম যেন তার মনোতুষ্টি হয়। (আমি বিতর্ক করলে অন্তরে যেন সে লজ্জা না পায়) এমন বিষয় দ্বারা আত্মা দুষিত হয়ে যায়। এসব থেকে বিরত থাকা উচিত। এসব বিষয় তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং অভ্যন্তরিন এবং বাহ্যিক বিষয় গুলোতে তাকওয়ার সাথে কর্ম সম্পাদনকারীকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভক্ত করা হয়। কেননা তার মাঝে কোন প্রকার অবাধ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। তিনি বলেন তাকওয়া অবলম্বন কর কেননা তাকওয়া অবলম্বনের ফলেই খোদার কল্যাণ লাভ হয়। মুত্তাকিকে পৃথিবীর বিপাদপদ থেকে রক্ষা করা হয়। এবং খোদা তার দুর্বলতা কে ঢেকে রাখেন। যতক্ষন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে না ততক্ষন কোন প্রকার উপকার সাধন হতে পারে না। এমন ব্যক্তি আমার হাতে বয়াত করেও কোন প্রকার কল্যাণ লাভ করতে পারে না। কিভাবে কল্যাণ অর্জ ন হতে পারে যখন তার মধ্যেই অন্যায় রয়েছে। যদি সেই উত্তেজনা, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, লৌকিকতা এবং ক্রেধাগ্নি অবশিষ্ট থেকে যায় যা অন্যদের মধ্যেও রয়েছে তাদের সঙ্গে কি-ই বা পার্থক্য আছে? তিনি বলেন- সৌভাগ্যবান যদি একজনই হয় এবং গোটা গ্রামে যদি একজনই থাকেন তাহলে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে আকৃষ্ট হবে। পূণ্যবান ব্যক্তি যে খোদার ভয়ে পুণ্য কর্ম করে তাঁর মাঝে এক ঐশী প্রতাপ সৃষ্টি হয় এবং মানুষ অন্তরে অনুভব করে যে, এই ব্যক্তির সাথে খোদার সম্পর্ক আছে। এটি একেবারেই সত্যকথা, যে খোদা তা'লার তরফ থেকে আসে আল্লাহ নিজের মাহাত্ম্য থেকে তাকে অংশ দেন। আর এটিই পূণ্যবানদের রীতি। তিনি বলেন স্মরণ রেখ, ছোট ছোট বিষয়ে ভাইদেরকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। মহানবী

(সা:) এর চরিত্র সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ ছিল। আর এখন আল্লাহ তা'লা শেষ নমুনা তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (পৃথিবীতে যত প্রকার উত্তম গুণাবলী রয়েছে তা তার কাছেই পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি প্রত্যেকের জন্য উদাহরণ)। এখনও যদি সেই পাশবিকতা আমাদের মাঝে থাকে তাহলে তা অনেক বড়ই পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। (মহানবী (সা:) এর বয়াতের দাবি কর এবং তার গোলামের হাতে বয়াতের দাবি কর তাহলে নিজের চরিত্র উন্নত করে তুলতে হবে। তবু যদি আমরা এভাবেই থাকি এবং মানুষের পেছনে লেগে থাকি, আমাদের মধ্যে পাশবিকতা থাকে এবং মানুষকে কষ্ট দেবার চেষ্টা করতে থাকি তাহলে এটি অনেক বড় হতাশা এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়।) তিনি আরও বলেন -" অপরকে দোষ দিও না কেননা যদি সেই দোষ তার মধ্যে না থাকে তবে অনেক সময় মানুষ অপরকে অপবাদ দিয়ে নিজেই সেই দোষে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি তার মাঝে কোন দোষ থেকে থাকে তাহলে তার বিষয়ে আল্লাহ অবগত আছেন। তিনি আরো বলেন- "অনেক মানুষের এটি অভ্যাস হয়ে থাকে যে তারা ভাইদের উপর তড়িঘড়ি অপবাদ দিয়ে বসে। এ সকল বিষয় থেকে বিরত থাক। মানুষের উপকার সাধন কর এবং নিজের ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর এবং প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। নিজেদের ভাইদের সাথে উত্তম সম্পর্ক গড়ে তোলো। এবং সর্ব প্রথম শির্ক হতে বিরত থাক, কেননা এটি তাকওয়ার প্রথম ইঁট।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪১-৩৪৪, লন্ডনে মুদ্রিত)

ভাইদের ভুলত্রুটি দেখে কি করা উচিত এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন– "সন্ধি ,তাকওয়া, সততা এবং চারিত্রিক অবস্থাকে সংশোধন করা উচিত।" তিনি বলেন- "আমার জামাতের জন্য একটি বড় দুঃখের বিষয় যে এখনও তারা নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে উত্যক্ত হয়ে ওঠে। জনসভায় কাউকে আহাম্মক বা নির্বোধ বলাও বড় অন্যায়। যদি নিজের ভাইদের ভুল দেখ তাহলে তার জন্য দোয়া কর যেন খোদা তাকে সংশোধন করে দেন। প্রচার করে বেড়ানো উচিত নয়। যদি কারও সন্তান দুষ্ট হয় তাহলে তাকে এক ধাক্কায় দূরে ঠেলে দেয় না বরং নিভৃতে তাকে বোঝায় যে এটা খারপ কাজ , এ থেকে বিরত থাক। যেভাবে স্নেহ ও ভালবাসা ও নম্রতার সাথে নিজেদের সন্তানদের সাথে আচরণ কর সেভাবেই নিজের ভাইদের সাথেও কর। যার চরিত্র ভাল নয় তার ঈমান নিয়ে আমার সংশয় রয়েছে। কেননা তার মধ্যে অহংকারের বীজ রয়েছে। যদি আল্লাহ তার প্রতি দয়া না করেন তবে সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তই। যদি তার নিজের চরিত্রের এই দশা হয়ে থাকে তাহলে অন্যকে বলার তার কি অধিকার রয়েছে?" তিনি বলেন- "খোদা তা'লা বলেন–এর এটিই অর্থ যে নিজেকে ভুলে অন্যের দোষ ত্রুটি যেন খুজে না বেড়ায় বরং তার উচিত সে যেন তার নিজের দোষ ত্রুটির দিকে লক্ষ্য দেয়। কেননা সে নিজেই ঐসব বিষয় মেনে চলে না। এই কারণে অবশেষে সে لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ -এর সত্যায়ন স্থলে পরিণত হয়। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৮-৩৬৯, লন্ডনে মুদ্রিত)

অতঃপর আযাব হতে পরিত্রান এবং বিজয় এবং সাহায্য হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। যারা ক্রোধের শিকার হয় তাদের সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন- "স্মরন রেখ! যে ব্যক্তি কঠোরতা অবলম্বন করে এবং দ্রুত ক্রোধের শিকার হয়, তার মুখ থেকে তত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা বার্তা কখনও বের হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে তার বিরোধীর সামনে দ্রুত ক্ষিপ্ত হয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে। অপলাপকারী এবং অসংযমীদেরকেক সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তিকে ক্রোধে পেয়ে বসে তার বিবেক-বুদ্ধি ও বোধ ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে যায়। তাকে কোন ক্ষেত্রে বিজয় ও সাহায্য দান করা হয় না। তিনি বলেন - " ক্রোধ হল অর্ধ-উন্মাদনা। চরম উত্তেজনার মূহুর্তে তা পূর্ণ উন্মাদনায় পর্যবসিত হতে পারে। তিনি বলেন আমাদের জামাতের উচিত সম্পূর্ণ রূপে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। যে কান্ড গাছের সাথে ভালভাবে যুক্ত থাকে সেটি নিষ্ফলা থেকে যায়। তাই চিন্তা কর, তোমরা যদি আমার আগমনের উদ্দেশ্যকে না বোঝ আর বয়াতের শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত না হও (যে শর্তাবলীর উপর তোমরা বয়াত করেছ) তবে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী কি ভাবে হতে পারবে যা খোদা তা'লা আমাকে দিয়েছেন।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৬-১২৭, লন্ডনে মুদ্রিত)

তাই প্রতিশ্রুতির অংশ পাওয়ার জন্য এবং তাঁর দোয়া থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য যদি কারো মধ্যে কোন মন্দ অভ্যাস থাকে তাহলে তা দূর করা প্রয়োজন। এখানে জলসাতে অনেক লোক এজন্যই আসেন তারা যেন মসীহ মাওউদ(আ.)-এর দোয়া থেকে অংশ লাভ করতে পারে। কিন্তু কর্মগত অবস্থা যদি ঠিক না হয় তাহলে দোয়া থেকে অংশ লাভ কি ভাবে পাবে? একথা তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন।

ক্রোধ ছাড়া কেমন অবস্থা একজন মোমেন বান্দার হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তিনি বলেন- "এমন যেন না হয় তোমাদের এই সময়ের রাগ কোন বিকৃতি সৃষ্টি করে যার কারণে সমস্ত জামাতের সুনাম হানি হয় অথবা এমন কোন মোকাদ্দমা হয় যার কারণে সবাইকে চিন্তায় ফেলে দেয়। (এখানে অনেক মানুষ আসে, অনেক যুবক ঝগড়াও করে। অনেকে পুরনো বিদ্বেষ নিয়ে বিবাদ আরম্ভ করে দেয়। এর ফলে এ সংবাদ যখন বাইরে প্রকাশ পায় তখন জামাতের সুনাম হানি হয়।) তিনি বলেন- "সব নবীদের গালি দেওয়া হয়েছে। এটা নবীদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার। আমরা কি ভাবে এটা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারি? (আমাদেরকেও লোকেরা গালি দেয়) তাই এমন হয়ে যাও যেন রাগের চিহ্ন মাত্র না থাকে। যেন তোমাদেরকে রাগ করার কোন শক্তিই দেওয়া হয় নি। (তিনি একথা অন্যদের জন্য বলেছেন। অন্যরা তোমাদেরকে গালমন্দ করলে তোমাদেরকে রাগ সংবরণ করতে হবে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনওভাবেই যেন রাগ প্রকাশ না পায়।) তিনি বলেন, যদি অন্ধকারে কোন অংশ থাকে তাহলে আলো তোমরা পাবে না। আলো এবং অন্ধকার এক সাথে থাকতে পারে না। যখন আলো আসবে তখন অন্ধকার থাকতে পারে না। তাই তোমরা নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'লার অনুবর্তিতায় নিয়োজিত কর। যেভাবে পান বিক্রেতা নিজের পচা পান খুঁজে বের করে বাইরে ফেলে দেয়, অনুরূপে নিজের দোষ-ত্রুটি ও মন্দ অভ্যাসগুলিকে ঝেড়ে ফেলে দাও এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পরিশুদ্ধ করে নাও। এমন যেন না হয় যে, পুণ্য সম্পাদন করে তাতে পাপের সংমিশ্রণ ঘটাও। তওবা করতে থাকো, এস্তেগফার করতে থাকো। আর সকল ক্ষেত্রে দোয়ায় রত থাক।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৮, লন্ডনে মুদ্রিত)

তিনি বলেন- "আমাদের বিজয় লাভের অস্ত্র হলো ইস্তেগফার, আর ধর্মীয় জ্ঞান, খোদা তা'লার মহিমাকে দৃষ্টিপটে রাখা আর পাঁচবেলার নামায পড়া। নামায দোয়া কবুলিয়তের চাবিকাঠি। নামাযে দোয়া কর। আর তাতে অবহেলা করো না। আর প্রত্যেক ধরণের পাপ থেকে বিরত থাক, সেটা আল্লাহ অধিকার সংক্রান্ত হোক বা বান্দার অধিকার সংক্রান্ত। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩, লন্ডনে মুদ্রিত)

আল্লাহ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন যেন আমরা সেই যোগ্যতা অর্জনকারী হই এবং তার বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তার প্রেরণের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে তা পূর্ণ করার জন্য নিজের পূর্ণ সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে নিয়োজিত করি এবং জগদ্বাসীকেও এই সত্য সম্পর্কে অবগত করি।

জলসার দিনগুলোতে এই বিষয়ের উপরও লক্ষ্য রাখুন যে, এদিক সেদিক ঘোরা-ফেরার পরিবর্তে জলসার অনুষ্ঠানমালাতে যোগদান করুন। সমস্ত বক্তৃতা শুনুন। প্রত্যেকটি বক্তৃতাই কোননা কোন ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বিশ্বাসগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম হয়ে থাকে। তরবিয়ত বিভাগও এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেষ্টা করুন যে, কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া লোক জন এদিক সেদিক ঘোরা ফেরার পরিবর্তে যেন জলসাগাহতে বসে। জলসা শুনার জন্য এসেছেন এবং সে চেষ্টাই করুন। একইভাবে সকল অংশ গ্রহণকারীগণ কর্তব্যরত কর্মীদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। পার্কিং ও স্ক্যানিং এর সময়ও মাঝে মাঝে লম্বা লাইনও লেগে যায়। খাবারের সময়ও কখনো কখনো সমস্যা এসে যায়, এভাবে শৌচালয়গুলোতেও সমস্যা দেখা দেয়। সেগুলি যদি পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে নিজেও পরিষ্কারের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখুন। শুধু এটি দেখবেন না যে, সাফাই কর্মী উপস্থিত আছেন তো তিনিই পরিষ্কার করে দিবেন বরং নিজেদেরকেই পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের অঙ্গ। (সহী মুসলিম, কিতাবুত তাহারত)

একইভাবে কর্ম কর্তাগণও প্রত্যেক জায়গায় যে যেখানে কর্তব্যরত আছেন সর্বোত্তম আচরণের নমুন দেখান। অবস্থা যেমনই হোক, কোন পুরুষকর্মী বা মহিলাকর্মীর ব্যবহার যেন এমন না হয় যা মন্দ প্রভাব ফেলে। অবস্থা যাই থাকুক, সর্বদা হাসি মুখে খেদমত করুন। বিশেষ করে অতিথি এবং কতর্ব্যরত কর্মীগণ নিজের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। এটা নিরাপত্তার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একং সর্বোপরি এই দিনগুলোতে দোয়া এবং জিকরে এলাহিতে অধিক জোর দিন। এতে সময় অতিবাহিত করুন। নিজের জন্যও দোয়া করুন, জামাতের জন্যও দোয়া করুন। মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করুন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের বিবেক বুদ্ধি দিন আর তারা যেন যুগ ইমামের পরিচয় লাভকারী হয় আর সমগ্র দুনিয়ার জন্যও দোয়া করতে থাকুন যে, যেভাবে এটি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে আল্লাহ তাআলা যেন এটাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করুন আর তারা যেন খোদা তাআলার পরিচয় লাভ করেন।

****

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে ইসলাম সম্মত নয়

মাহমুদ আহমদ সুমন
ওয়াকেফে জিন্দেগী, বাংলাদেশ

পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক শর্ত হলো বিবাহ। এটা কারো অজানা নেই যে, একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে সহজীবন যাপনের শরীয়ত মোতাবেক যে বন্ধন স্থাপিত হয় তারই নাম বিবাহ। বিয়ে বন্ধন কেবল মাত্র গতানুগতিক বা কোন সামাজিক প্রথা নয়, এটা মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালের মানবীয় পবিত্রতা রক্ষার জন্য আল্লাহপাকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। সুতরাং এটা যে কেবল মাত্র পার্থিব জীবনের গুরুত্বই বহণ করে এমন নয় বরং পারলৌকিক জীবন অধ্যায়েও অনেক গুরুত্ব বহণ করে। আমরা আহমদী, আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আত নিতে পেরেছি। যেহেতু আমরা যুগের ইমামের হাতে দীক্ষা নিয়েছি তাই আমাদেরকে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে আর না হয় মুখে আহমদীয়াতের দাবী করার মাঝে কোন কল্যাণ নেই। আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা হচ্ছে, আমরা যেন কোনভাবেই অ-আহমদীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হই।

এ-নশ্বর জড় জগতের সব কিছুই সৃষ্টির দিক থেকে মূলত নর এবং নারী-এ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। মানব জীবনের বংশ রক্ষার ধারা বিবাহের বন্ধনের মাঝেই বাঁধা। সৃষ্টির সব প্রাণীর মাঝেই বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আল্লাহপাক করেছেন। কিন্তু মানব জাতির জন্য বংশ রক্ষার প্রক্রিয়া অপরাপর প্রাণীর মত অবাধ নয়। খানিকটা নিয়ন্ত্রাধীন। মানুষের জীবন ধারাই ভিন্ন ধরণের, ভিন্ন খাতে প্রবহমান। কারণ এখানে রয়েছে তাদের জাতীয় সভ্যতার প্রশ্ন, ইয্যত-আবরুর প্রশ্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রেম-প্রীতির প্রশ্ন, বংশ মর্যাদার প্রশ্ন, এছাড়াও রয়েছে আধ্যাত্মিকতা লাভের প্রশ্ন, যা সৃষ্টির অন্য কারোও মধ্যে নেই। একমাত্র বৈবাহিক সূত্রে স্থাপিত পবিত্র পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাই এ জাতীয় যাবতীয় প্রশ্নাবলীর সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম। তাই বলা যায় বৈবাহিক জীবন ব্যবস্থা যে শুধু কামনা-বাসনা দমন করে তা নয়, জাতীয় সত্তার পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার সাথে সাথে জাতীয় গুনাবলীগুলোকেও উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলে দুর্বার গতিতে। বৈবাহিক যোগসূত্র ছাড়া নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় মানব নামে অমানুষের জন্ম হতে পারে, প্রকৃত মানবের জন্ম হতে পারে না, এটা শত ভাগ নিশ্চিত সত্য।

বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারীকে করা হয়েছে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনী। কারণ পুরুষ নিজ জীবনে আপন ভবনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বলেই একজন সহযোগিনীর প্রতি একান্ত মুখাপেক্ষী, নারীর অবর্তমানে পুরুষের হৃদয় শূন্য কোঠা সমতুল্য। একজন সুস্থ-সবল, সতী সাধ্বী ধর্মপরায়ণা নারী ও ধর্মপরায়ণ পুরুষ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমেই কেবল তার এ শূন্য কোঠা পূর্ণ হতে পারে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক ও পরিপোষক। পবিত্র কু রআনে বর্ণিত হয়েছে, "আর তার নিদর্শনাবলীর মাঝে এও হলো একটি নিদর্শন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা প্রশান্তি লাভের জন্য তাদের কাছে যাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা চিন্তা ভাবনা করে" (সূরা রুম: ২২)। নারী পুরুষের হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের নির্ভরযোগ্য এক আশ্রয় স্থল হচ্ছে বিবাহ বন্ধন। কোন পুরুষ কেবলমাত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই এ পবিত্রময় আশ্রয়স্থলে প্র বেশ করতে পারে। তাই বিবাহকে বলা হয় শান্তির প্রতীক। এটি তখনই শান্তির প্রতীক হবে যখন দু'টি আত্মা প্রশান্তিপ্রাপ্ত আত্মা হবে। একজন আহমদী মেয়েকে পরিপূর্ণ প্রশান্তি দিতে পারে একজন আহমদী ছেলে। আমাদের কাছে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যারা অ-আহমদী ছেলেদের বিয়ে করে নিজেতো ধ্বংস হয়েছেই সেই সাথে পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক সময় মনে হয় অ-আহমদী ছেলেটি দেখতে শুনতে, পড়ালেখায়, ধন-সম্পত্তি সব দিক থেকে অনেক ভালো তাহলে তাকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়? কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখা যায় এ সম্পর্কের মাঝে ছেদ দেখা দেয়। আর এ ধরণের সম্পর্ক কিভাবে টিকতে পারে, যে সম্পর্ক করা হচ্ছে অবৈধভাবে। যার অনুমতি আহমদীয়া জামা'তে নেই। আর একজন আহমদী মেয়ে কোনভাবেই অ-আহমদীর ঘরে গিয়ে সুখ পাবে এটা চিন্তাও করা যায় না। তাই আমরা আহমদী, আমাদেরকে বিয়ে করতে হবে আহমদীকেই। এটাই সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আপনারা যারা এখানে আছেন আপনারা কি কেউ এটা সহ্য করতে পারবেন, যখন আপনার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আপনার পিতা-মাতাকে জামা'ত থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে? এটা সহ্য করার মত নয়। তাই আগে থেকেই মাথায় এ বিষয়টি ঢুকিয়ে রাখুন কোনভাবেই অ-আহমদীর চিন্তা যেন মাথায় না আসে। আর না হয় ইহকাল পরকাল দু'টিই হারাবেন।

বিয়ে সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন : সাধারণত রমণীদের চারটি গুণের অধিকারিনী দেখে বিবাহ করা হয়। যথা- (ক) তার ধন-সম্পদ, (খ) তার বংশমর্যাদা, (গ) তার সৌন্দর্য, (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতার জন্য। তোমরা ধর্মপরায়ণ নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও, অন্যথায় তোমাদের উভয় হস্ত অবশ্যই ধুলায় ধূসরিত হবে। (আবু দাউদ)

ধার্মিকতা বিহীন নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য সেই পরিত্যাক্ত বিল্ডিং এর ন্যায় যার বাহিরে চাকচিক্য মানুষকে মুগ্ধ করলেও ভিতরে রয়েছে বিষাক্ত জীব-জন্তুর বসবাস। ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ নারীর বাহ্যিক অবস্থা যেমনই হউক না কেন ভিতরে তার মনি-মুক্তা আর হিরা-পান্নায় পরিপূর্ণ। যা মানুষের ইহকাল ও পরকালের অফুরন্ত পাথেয়। তাই আমাদের আহমদী মেয়েদেরকে ধর্মপারয়ণা হতে হবে আর ধর্মপরায়ণা হলেই আমরা উত্তম জীবন সঙ্গী লাভের আশা করতে পারি।

শুধুমাত্র নারীর ধার্মিকতার দ্বারাই দাম্পত্য জীবন সুখী হবে এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। কেননা বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনের সর্বাঙ্গিন সাফল্যের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ভুমিকাই সমান। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা দেখ কোন ব্যক্তি বিবাহ করেছে, সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে, এরপর তারা উভয়ে বাকি অর্ধেকের জন্য আল্লাহকে ভয় করুক"। (বায়হাকি)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুশরিক পুরুষ এবং মুশরিক নারীদের সাথে মু'মিন পুরুষ ও মু 'মিন নারীদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ একজন মুশরিক স্বামী তার স্ত্রীর ওপরতো বটেই ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের উপরেও তার শিক্ষার কুপ্রভাব বিস্তার করবে। একই ভাবে একজন মুশরিক স্ত্রী নিশ্চয় সন্তান-সন্ততিদের নিজের পৌত্তলিকতার শিক্ষায় লালন পালন করে বংশটাকেই সকল পারলৌকিক মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করবে। এছাড়া মুসলিম পুরুষের স্ত্রী যদি অমুসলিম হয় অথবা মুসলিম নারীর স্বামী যদি অমুসলিম হয় তবে তাদের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, জীবনবোধ ইত্যাদি পরস্পর বিপরীতমুখী হবে। একইভাবে আহমদী মেয়ের স্বামী যদি অ-আহমদী হয় বা আহমদী ছেলের স্ত্রী যদি অ-আহমদী হয় তাহলেও দেখা দিবে বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি। এছাড়া এর ফলে ঐক্য, সমঝোতা ও মনের মিল ব্যহত হবে ও পারিবারিক শান্তিকে বিনষ্ট করে দিবে। একজন দরিদ্র নারী যদি মুসলমান এবং ধার্মিক হয় তবে সে একজন ধনাঢ্য সুন্দরী অমুসলিম নারী অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম। অনুরূপ ভাবে একজন হতদরিদ্র মুসলিম তথা ধার্মিক পুরুষও অমুসলিম ধনাঢ্য পুরুষ অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম। ঠিক তেমনি একজন আহমদী নারী বা পুরুষ যদি পড়া-লেখায় বা ধন-সম্পদের দিক থেকে কম হয় তারপরেও সে অ-আহমদীর তুলনায় অনেক গুনে বেশি সম্মানিত এবং উত্তম কারণ সে আল্লাহ ও রসূলের আদেশ মেনে যুগ মসীহকে মেনেছে। তার হৃদয়ে আল্লাহ ও রসূলের ভয় থাকে। একজন সত্যিকার আহমদীর মাধ্যমে অপরের ক্ষতি হবে এটা কেউ ভাবতেও পারে না।

ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) তাঁর আদরের দুলালি, নয়নের মনি, কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুয যহুরা (রা.) এর বিবাহ দিয়েছিলেন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে। হযরত অবু বকর ছিদ্দিক (রা) তাঁর কন্যা হযরত রাবেয়া (রা.)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন হযরত বেলাল (রা.)-এর সাথে। যাদের উভয়ের নুন আনতে পানতা ফুরাত। তারপরও এদের কাছে এজন্যই বিয়ে দিয়েছিলেন যে, এরা বাহ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে দরিদ্র হলেও আধ্যাত্মিকভাবে এরা ছিলেন পাহাড় সমতুল্য। তাই আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব অনেক তাই মানব সৃষ্টির আদিতে বৈবাহিক যোগসুত্রের গোড়াপত্তন করা হয়। কারণ এই সহ জীবন যাপনের পূর্বশর্ত হচ্ছে বিবাহ বন্ধন। সকল দিক বিবেচনা করেই পবিত্র কোরআনে মানব সম্প্রদায়কে বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যুগল প্রেমিক আর প্রেমিকার জন্য তুমি বিবাহের চেয়ে উত্তম কিছুই খুঁজে পাবে না' (ইবনে মাজা)।

ইসলাম ধর্মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন ধরণের সম্পর্ককে হারাম আখ্যা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এটি মানব স্বভাব বিরুদ্ধকাজ। এতে কোন পুণ্য নেই। অথচ আজ রাস্তা-ঘাটে বের হলে লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখতে হয়। বাহিরের মেয়েদের চেয়ে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক রাখতে হবে। অন্যরা কি করে তা না দেখে আমাকে অন্যের জন্য আদর্শ হতে হবে। আমাদের মাঝে কিছু এমনও আছেন যারা পড়া-লেখার নামে অ-আহমদী ছেলেদের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যান। এটা মোটেও ঠিক নয়। সহশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের প্রিয় খলীফা নিষেধ করেছেন আর একান্তই যদি করতে হয় তাহলে অবশ্যই হুযূর (আই.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন মেয়ে বাহিরে যেতে চাইলে তারও অনুমতি নিতে হবে। যেমন আহমদী মেয়েদের দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে হুযূর আনওয়ার (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা হলো-এ বিষয়ে হুযূর (আই.)-বলেন, "আমি সাধারণত কেবল ঐ সকল মেয়েদেরকে দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশুনার অনুমতি দেই যারা পোষ্ট গ্রাজুয়েশন করতে চায়। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কোন অভিভাবক বা নিগরান ছাড়া মেয়েদের বিদেশ পড়তে পাঠানোর অনুমতি নেই।"

[জেনারেল সেক্রেটারী,বাংলাদেশ, সার্কুলার নং ২৮/১৫৪২ (২০০)]

ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর অবাধ মেলামেশার কারণে কতিপয় যুবক-যুবতীদের হৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসার বীজ বোপিত ও অঙ্কুরিত হয়ে তা এক মহাপ্রেম

এর পর বারোর পাতায়.....

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২৩ এপ্রিল, ২০১৮

* একজন ওয়াকফা নও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কি সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে? এরপর জামাতের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ কিভাবে বজায় থাকবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কে বলেছে যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো হবে, কিন্তু পৃথিবীর অনেকাংশ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাও পাবে। সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, " অগ্নি বর্ষণ হবে, কিন্তু তাদেরকে এই আগুন থেকে রক্ষা করা হবে যারা মহামহিমান্বিত খোদাকে ভালবাসবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যুদ্ধের পর যারা বেঁচে থাকবে তারা অন্ততঃ এটুকু জানবে যে, তাদেরকে পূর্বেই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এর ফলে অনেকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে। ইনশাআল্লাহ । আর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে বজায় থাকবে। প্রত্যেক জামাত একটি করে স্যাটেলাইট ফোন রাখলে ভাল হবে।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন, বিয়ের সময় ছেলেদের মেহেন্দির অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু মেহেন্দির অনুষ্ঠানের রাতে ছেলের ভাই-বোন ও ভাবিরা একত্রে গীতের অনুষ্ঠান করতে পারে কি?

হুযুর আনোয়ার (আই) বলেন: একথা কি কোথাও লেখা আছে যে, মেহেন্দীর অনুষ্ঠান করা জরুরী? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল একটি অনুষ্ঠান আবশ্যক। আর সেটি হল ওলীমা। ওলীমার আয়োজন করা আবশ্যক। ওলীমা উপলক্ষ্যে মেয়েরা যদি সাজাগোজা করে গান বা এই ধরণের অনুষ্ঠান করতে চায় তবে তারা করতে পারে। অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়রাও যদি অনুষ্ঠান করে তবে তা করতে পারে, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এমনটি করা জরুরীও নয়। কিন্তু আবার বেশি কঠোরতাও অবলম্বন করা উচিত নয়। বাড়িতে ভাই-বোন, ভাবিরা বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়রা যেমন- মামা, ফুফুরা একত্রিত হয়ে যদি সামান্য অনুষ্ঠানের মত করে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, আমাদের 'হালকা'-র এক লাজনা বলছিলেন, তিনি কোনও এক ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার হাত মেলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। সেই লাজনা ডাক্তারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেন। আমি তাকে বলেছি, হাত মেলানো নিষিদ্ধ। একথা শুনে সেই লাজনা বলেন, সেই ডাক্তার বা আমার মনে কোন খারাপ মতলব ছিল না। তাই হাত মেলালে কিছু হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তিনি ভুল বলেছেন। একথা কোথায় লেখা আছে যে, মনে কোন খারাপ মতলব না থাকলে এমন করা যেতে পারে? আমি আগেও বলেছি যে, ইসলামের বিধি-নিষেধ প্রত্যেক সম্ভাব্য বিষয়কে ধারণ করে রেখেছে। আশি শতাংশ পুরুষ ও মহিলা যখন হাত মেলায় তাদের মনে কিছু থাকে না। কিন্তু তা সত্বেও আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর মনে কি কোন মহিলার জন্য কোন দূর্বলতা ছিল? বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, মহিলারা বয়াতের জন্য হাত বাড়িয়েছেন, কিন্তু তিনি (সা.) বলেছেন, আমি মহিলাদের হাতে হাত রেখে বয়আত নিই না। একাধিক হাদীস থেকে এই ঘটনা প্রমাণিত হয়। বয়আত যা কি না একটি পবিত্র রীতি,আঁ হযরত (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা দেখুন, সেখানেও তিনি বলেন, আমি মহিলাদের সঙ্গে হাত মেলাই না। আর কোন্ পাপের কথা বলা হচ্ছে? এগুলি সব ছুতো বা বাহানা। মানুষ এই সমাজে এসে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ইসলামের শিক্ষামালা সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করলে নিজেদের ঈমান দৃঢ় হবে। কিন্তু এদের পরিবেশে প্রভাব গ্রহণ করে তাদের কৃষ্টি,সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দেওয়া কাপুরুষতা। তাই যে মহিলা এমনটি করেছে সে অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের।

* সেই ওয়াকফা নও বলেন, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন পর্দা সম্পর্কে। কিছু মহিলাদের পর্দা করতে বলা হলে তারা বলে এখানে কোন আহমদী নেই। এই কারণে পর্দার কোন প্রয়োজন নেই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেবল আহমদীদের সামনেই পর্দা করতে হবে? কোথাও একথা লেখা নেই যে কেবল আহমদীদের সামনে পর্দা করতে হবে। যে সময় পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয় তখন একজন ইহুদী এক মুসলমান মহিলার সঙ্গে অভদ্রতা করেছিল। সেই ইহুদী মুসলমান মহিলার চাদর ধরে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যদিও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই আদেশ একদিন না একদিন অবশ্যই অবতীর্ণ হত। কিন্তু এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য ছিল মাত্র। অতএব একথা কোথাও লেখা নেই যে, কেবল আহমদীদের সামনে পর্দা করতে হবে। বিপদ কি কেবল আহমদীদের পক্ষ থেকেই আসবে? অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে কোন বিপদ নেই? কুরআন করীমে এমন আদেশ কোথাও দেওয়া হয় নি যে, কেবল মুসলমানদের জন্য পর্দা করবে। কুরআন করীম আদেশ দিয়েছে চাদর দিয়ে মাথা এবং ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে নিতে। এই কারণে তারা যদি এমন কথা বলে তবে তারা ভুল বলে। এরা নিজেদের পৃথক শরীয়তের প্রচার করছে। আপনারা ওয়াকফাতে নও এই কারণে আপনারা তাদেরকে বলুন তারা যেন বিদাত না তৈরী করে এবং নিজেদের তৈরী বিধান প্রচার করে বেড়ায়। তাদের সংশোধন করা আপনাদের দায়িত্ব। এই মূহুর্তে ২৩০ জন ওয়াকফাতে নও বসে আছেন। যদি এরা সকলে সংশোধনের জন্য উঠে দাঁড়ায় তবে এদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

* আরও একজন ওয়াকফা নও পর্দা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, আমরা যখন কোন চাকরীর জন্য আবেদন করি, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত এটিই দেওয়া হয় যে, আপনারা স্কার্ফ ব্যবহার করলে এই চাকরী করতে পারবেন না। এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?

* হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গিকার করেছেন তা পূর্ণ করবেন কি না, সেটি আপনাদের উপর নির্ভর করছে। নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করুন যে, চাকুরি কি সত্যিই জরুরী? যদি অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়েন তবে শূকর ভক্ষণেরও অনুমতি আছে। যদি অনাহারে মৃত্যুর দশা না হয় এবং সংসারে তেমন কোন আর্থিক সংকট না দেখা দেয় তবে কেবল চাকুরী করার জন্য পর্দা বিসর্জন দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে কেউ যদি অনাহারে মরনাপন্ন হয় এবং সংসার যাপনের জন্য অন্য কোন পথ অবশিষ্ট না থাকে তবে সাময়িকভাবে কাজের সময় পর্দা সীমিত করা যেতে পারে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরতেই পর্দা করতে হবে। বা কিছু কিছু পেশার ক্ষেত্রে-যেমন বিজ্ঞানী, ডাক্তার, এদেরকে বিশেষ পোশাক পরিহিত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। সেখানে বোরকা পরে যাওয়া যায় না। গবেষণাগার বা অপারেশন থিয়েটারে বিশেষ পোশাক পরুন। কিন্তু কাজের পর পর্দা থাকা উচিত।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, আমার দুটি সন্তান রয়েছে। তাদের একটি অসুখ আছে যেটি সম্পর্কে বলা হয় যে, রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হওয়ার কারণে হয়।

* হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই ব্যধিই যখন ইউরোপের অন্যান্য মানুষের মধ্যে হয় তখনও সেটি আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে করার কারণে হয়? এই রোগ জার্মানদের মধ্যেও রয়েছে। এরা ভুল বলে। কুরআন করীম এমন বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। বংশানুক্রমে হয়ে আসছে। আমার নিজের বংশে অনেক cousin-এর নিজেদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সকলে সুস্থ আছেন।

* আরও একজন ওয়াকফা নও পর্দা সম্পর্কে বলেন, জলসা প্রাঙ্গণে বোরকা বিক্রয় করা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সব বোরকা বিক্রি হয় সেগুলি বোরকা কম ফ্যাশন বেশি হয়ে থাকে। আপনার প্রশ্ন যদি এটিই হয় তবে, সদর লাজনার উচিত এমন বোরকাগুলিকে সরিয়ে ফেলা। এমন মানুষদের দোকান বসাতেই দেওয়া উচিত নয়।

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করেন, আমরা কি কবরস্তানে গিয়ে অন্য কারো কবরে দোয়া করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেন করা যেতে পারে না? যে কোন পরিচিত বা কোন আহমদীদের কবরে গিয়ে দোয়া করা যেতে পারে। একজন মোমিন অন্য মোমেনের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

* সেই ওয়াকফা নও দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে, আমাদের বাড়িতে একজন জার্মান ভদ্রমহিলা আসেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি সমগ্র মানবজাতিকে এতই ভালবাসেন তবে আফ্রিকাতে কেন এত মানুষ অনাহারে ও অসুখে মারা যাচ্ছে? সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা কোথায় চলে যায়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা দু'টি নিয়ম তৈরী করেছেন। একটি হল প্রকৃতির নিয়ম এবং অপরটি হল শরীয়তের নিয়ম। আল্লাহ্ তা'লার দয়াও প্রদর্শন করেন আবার ভালবাসাও প্রদর্শন করেন। কেউ যদি কাজ না করে, অলস বসে থাকে তবে তার এমন অবস্থাই তো হবে। এখানে ইউরোপেও তো মানুষ অসুস্থ হয়। সেই মহিলা তখন কি বলবে যে, ইউরোপের মানুষকে ভালবাসেন না? এখানেও মানুষ মারা যায়, তবে কি একথা বলবেন যে, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ভালবাসেন না? কিছু ঘূর্ণিঝড় হয়, যেমন- হ্যারিকেন হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প আসে, তাতেও মানুষ মারা যায়। এর অর্থ কি এটি দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ভালবাসেন না?

সেই ওয়াকফা নও বলেন, সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আফ্রিকায় দুবছর থেকে অনাবৃষ্টি চলছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনাবৃষ্টি তো সব জায়গাতেই হয়। এই জন্য আল্লাহ্ তা'লা 'ইসতেসকা' (বৃষ্টি চাওয়ার দোয়া শিখিয়েছেন। আফ্রিকাতে যেখানে আমাদের জামাত রয়েছে সেখান থেকে অনেকে লেখেন যে, বৃষ্টি হচ্ছে না, দোয়া করুন। আমি তাদেরকে বলি, বাইরে বেরিয়ে এসে 'ইসতেসকা'-র নামায পড়ুন এবং দোয়া করুন। তাদের এই দোয়া করার পর সেখানে বৃষ্টিও হয়েছে ফলে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কিছুটা অনাবৃষ্টির কারণে আবার কিছুটা তাদের অলসতার কারণে, ভিন জাতির কাছে তাদের হাত পাতার অভ্যাস তৈরী হয়েছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে বলেছেন যে, আমার দয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা উচিত।

আমাদেরকে সদকা-খয়রাত করার এবং অভাবীদের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সমস্ত জাতিগুলি অনেক ফসল, মাখন, দুধ, ঘি নষ্ট করে, সেগুলি এই সমস্ত আফ্রিকান দেশগুলিতে পাঠিয়ে দেন যাতে তাদেরও কল্যাণ হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রকৃতির নিয়মে অনাবৃষ্টির যুগও আসে। অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে যাতে মানুষ মারা যায়। কিন্তু এই দুযোর্গ এলেও প্রকৃত জীবন তো মৃত্যুর পরেই। আল্লাহ্ তা'লার দয়াশীলতা সেই চিরন্তর জীবনেই প্রত্যক্ষ করা যায়। আল্লাহ্ এদের কাছে কোন হিসেব গ্রহণ না করে সকলকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এটিও আল্লাহ্র দয়াশীলতারই একটি রূপ। আমরা তো এবিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মৃত্যুর পরের জীবনই হল প্রকৃত জীবন। অতএব সেটিই যখন প্রকৃত জীবন তবে এমন মানুষদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও ক্ষমাশীলতার নমুনা পরকালে দেখাবেন।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, বাড়িতে যদি একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থাকে তবে কি ইমাম আগে দাঁড়িয়ে নামায পড়াবে না কি তারা একই সারিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে?

* হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি স্বামী-স্ত্রী হয় কিম্বা ভাই-বোন হয় তবে পুরুষ সামনে এগিয়ে দাঁড়াবে এবং মহিলা পিছনে দাঁড়াবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই সারিতেও দাঁড়িয়ে যায়। যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কোন কোন সময় গুরুতর অসুস্থতার কারণে বাড়িতে নামায পড়েছেন। সেই সময় তিনি (আ.) হযরত আম্মাজান (রা.) কে পাশে নামাযের জন্য দাঁড় করাতেন। সাধারণত পিছনে দাঁড়াতেন, কিন্তু কোন কোন সময় অসুস্থতার কারণে মাথা ঘুরত বলে পাশে দাঁড়াতে বলতেন, যাতে নামাযের সময় মাথা ঘুরে গেলে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। নিয়ম হল, পিছনে দাঁড়ানো, কিন্তু যদি কোন বাধ্যবাধকতা থাকে তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম সাচ্ছন্দ চায়। ইসলাম চরমপন্থার ধর্ম নয়। বাধ্যবাধকতা থাকলে একসঙ্গে দাঁড়ানো যেতে পারে।

*সেই ওয়াকফা নও শেষ প্রশ্নটি করেন। তিনি বলেন আমার দুই ছেলে ওয়াকফে নও। কিন্তু একটি ছেলে ওয়াকফে নও-এ অন্তর্ভুক্ত নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে ছেলেটি ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত নয় তার তরবীয়ত এমনভাবে করুন যাতে বড় হয়ে সে নিজেকে ওয়াকফ করে। খিদমত করার হলে বড় হয়েও সে খিদমত করতে পারবে। আমিও ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, কিন্তু আমি নিজে ওয়াকফ করেছি।

ন্যাশনাল মজলিসে আমলা, লোকাল এবং রিজিওনাল আমির ও জামাতের সদরদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মিটিং

জেনারেল সেক্রেটারী

হুযুর আনোয়ার (আই.) জেনারেল সেক্রেটারীর কাছ থেকে রিপোর্ট চাইলে তিনি বলেন, একশ চল্লিশ জন সদর নিয়মিত রিপোর্ট দেন। যাদের রিপোর্ট আসেন না তাদেরকে চিঠি লিখে জানানো হয় যে, আপনাদের রিপোর্ট আসে নি। উত্তর না এলে পুনরায় তাদেরকে লেখা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাদের সম্পর্কে কি কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে? সেক্রেটারী মহাশয় বলেন, তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠানো হয় নি। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি রিপোর্ট করেন না। নিজেও অলসতা করেন। এই কারণে সদরদের মধ্যেও গাছাড়া মনোভাব। আপনার দায়িত্ব হল মানুষকে জাগিয়ে তোলা।

* হুযুর জিজ্ঞাসা করলে জেনারেল সেক্রেটারী বলেন, Ditzerberg -এর আমীরের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসছে না। সেখানকার স্থানীয় জামাতের সদর বলেন,আমাদের জেনারেল সেক্রেটারীর থেকে কিছু দূর্বলতা ছিল। পরে তা সংশোধন করে নেন। গত মাস থেকে পুনরায় রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। জেনারেল সেক্রেটারী কিছু দিন অসুস্থ ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জেনারেল সেক্রেটারী অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু আপনি তো ছিলেন। আপনি দুই-তিন মাস জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব সম্পর্কে কোন খোঁজ খবরও নেন নি। আপনারা কেবল পদ নেওয়ার জন্য বসে থাকেন। জামাতের সদর বা আমীরের পদ নিয়ে নিজের শ্রীবৃদ্ধি করতে চান। এছাড়া তো পদ আর কোন কাজে আসে না। আপনারা যে মূহুর্তে নিজেদেরকে পদাধিকারী মনে করেন সেখান থেকেই যত সব দুর্নীতির সূত্রপাত হয়। আপনারা যদি সেবক লেখা শুরু করেন তবে আপনাদের সমস্ত দোষ-ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। সদরগণ অভিযোগ করেন যে, আঞ্চলিক আমীর কাজ করেন না। আমীরগণ অভিযোগ করেন, কেন্দ্র কোন কাজ করে না। প্রত্যেকেই পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে। ন্যাশনাল আমলা বা সদর কেউই কাজ করছে না। এই কারণেই মানুষ অভিযোগ করে চলেছে। মানুষের অভিযোগ পদাধিকারগণ নিজেদের চৌধুরীপনা দেখাতেই ব্যস্ত, তাদের মধ্যে খিদমতের কোন প্রেরণা নেই। প্রায় দেখা যায় মুরুব্বীদের সঙ্গে তাদের আচরণ বা মনোভাব অমার্জিত হয়ে থাকে। জামাতের সদস্যদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেন। এই পদ নিয়ে কেন বসে আছেন? আপনারা ভাষণ দিয়ে থাকেন যে, ' ধর্ম-সেবাকে আল্লাহ্র কৃপা জ্ঞান কর।' তিন মাস পর্যন্ত কোন খবরই নেই-আল্লাহ্র কৃপা তো এভাবে পাওয়া যায় না। সদর এবং আমীরগণ দুনিয়াদারিতে খুব বেশি জড়িয়ে পড়েছেনে। কাজ করা সম্ভব না হলে সরে দাঁড়ান। পাপী কেন হতে যাচ্ছেন? অধিকাংশ সদরদের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে, যেভাবে কাজ করা উচিত সেভাবে তারা কাজ করছেন না। এমন কাজ তো গ্রহণযোগ্য নয়। ন্যাশনাল আমলা সম্পর্কেও কাজ না করার অভিযোগ আসছে। মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে একথা বলবেন না যে, ন্যাশনাল আমলারা কাজ করে নি বলে তোমরাও সদর হিসেবে কাজ কর নি। ন্যাশনাল আমলা, সদর, স্থানীয় আমীর-প্রত্যেকেই নিজের নিজের হিসেব দিবে। হুযুর আনোয়ার বলেন: স্থানীয় আমীরের অনেক বড় দায়িত্ব। আমীরদের যদি এমন অবস্থা হয় তবে ছোট ছোট জামাতের সদরদের অবস্থাও অনুরূপ হবে।

* এরপর কালসারবে জামাতের সদর সাহেব বলেন, তার জামাতের আমলারা সক্রিয় নয়। তিনি বলেন, এই বছর নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর জামাতের সদস্যা সংখ্যা হল ১২০।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমলা সক্রিয় না হলে মরকয বা কেন্দ্রে রিপোর্ট করতে হত। এবছর দায়িত্ব পেলেও বছরের আট-নয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। জামাতের জেনারেল সেক্রেটারীকে সক্রিয় করুন এবং রিপোর্ট পাঠান। এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমীর এবং সদরদেরই কাজ।

* হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে একজন সদর বলেন তাঁর বয়স সাতাশ বছর। তাঁর আমলার মধ্যে আনসারগণও রয়েছেন। তারা কিছুটা অলস। হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগ ও তরবীয়তের কাজ আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। এই দুটি কাজ যদি না হয় তবে আর কোন্ কাজ হবে? এই দুটি বিভাগ সক্রিয় হলে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য বিভাগও সক্রিয় হয়ে উঠবে। তখন আপনাদের আমুরে আমা বা বিচার বিভাগীয় কাজ গুলি আর থাকবে না। চাঁদা বিভাগেরও প্রয়োজন হবে না। কেননা একজন আহমদীর যদি সঠিক অর্থে তরবীয়ত হয়ে যায় এবং নিজের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি হয় তবে মানুষ নিজে থেকেই সক্রিয় হয়। যদি আমলার সদস্যরাই অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকে, তবে অন্যরা কি করবে? হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আনসার হোক বা খুদ্দাম, আপনাকে তাদের দ্বারা কাজ নিতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, খুদ্দামুল আহমদীয়ার মধ্যে কাজ করার উৎসাহ বেশি থাকে এবং তারা রিপোর্টও দিয়ে দেয়। এখানে দেখা যায় আনসাররাই অলসতা করেন।

সেক্রেটারী তবলীগ

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তবলীগকে সম্বোধন করে বলেন: লিফলেট সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছেন যে, এত সংখ্যক বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু যারা প্রথম দিন বিতরণ করছিল তারাই রয়েছেন নাকি বিতরণকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে?

সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: বর্তমানে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ লিফলেট বিতরণের কাজে অংশগ্রহণ করছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, খুদ্দামদের সংখ্যা হল দশ হাজার এবং আনসারদের সংখ্যা পাঁচ হাজার। তারা মোট পনের হাজার। উপরন্তু লাজনারাও হয়তো অংশ গ্রহণ করে। লাজনাদের সংখ্যা তেরো হাজারের কাছাকাছি। সব মিলে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় আঠাশ হাজার। এদের মধ্যে যদি কেবল পাঁচ হাজারও অংশ গ্রহণ করে। আর সম্ভবত তারা মাঝে মধ্যেই হয়তো অংশ গ্রহণ করে থাকে। যদি স্থায়ীভাবে দায়ী ইলাল্লাহ্ হয়ে কাজ না করে, তবে লিফলেট বিতরণের সঙ্গে সকলকে যুক্ত করুন। যাতে প্রত্যেক আহমদীর মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি হয় যে, তার জন্য তবলীগে অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক। আপনাদের সাড়ে তিন হাজার তো কেবল ওয়াকফে নও রয়েছেন। এদের মধ্যে যাদের বয়স পনের বছরের উর্দ্ধে তাদের সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি। যদি আপনি সবাইকে তবলীগের কাজে যুক্ত করতে পারেন তবে অনেক কাজ নেওয়া যেতে পারে।

* সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: এবছর পনের লক্ষ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। যদি পাঁচ হাজার মানুষে এই লিফলেটগুলি বিতরণ করে থাকেন তবে মাথা পিছু তিনশো লিফলেট দাঁড়ায়। বিতরণকারীর সংখ্যাকে যদি দশ হাজারে নিয়ে যেতে পারেন তবে ত্রিশ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করা যাবে। ওয়াকফীনে নও, খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত আনসারদেকে স্থায়ীভাবে এই কাজে যুক্ত করতে পারেন, বিতরণকারীর সংখ্যা অনায়াসে দশ হাজারে পৌঁছে যাবে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: জার্মানীর মোট জনসংখ্যা আট কোটি। হুযুর আনোয়ার বলেন আশি কোটি জনসংখ্যার মধ্যে পনের লক্ষ হারে পৌঁছাতে পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর সময় লাগবে! আমি একথাও বলেছি যে, এক জায়গায় লিফলেট বিতরণ করে দেওয়ার পর সেখানে জামাতের পরিচিতির জন্য দ্বিতীয় লিফলেট চলে আসা দরকার। একবার পরিচয় হয়ে যাওয়ার পর মানুষ ভুলে যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা আহমদী, খিলাফতের সঙ্গে বয়আতের সম্পর্কে আবদ্ধ। আপনারা আমার খুতবা, জলসার ভাষণ ইত্যাদি শোনেন। এক জুমায় যে নসীহত করা হয় সেগুলি পরের জুমায় ভুলে যান। তাই যারা আহমদী না, বরং খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী কিম্বা যাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা কিএই প্রত্যাশা রাখতে পারি যে, ছয় বছর পর জামাত সম্পর্কে তাদের কোন কিছু স্মরণে থাকবে?

* সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, আমাদের রীতি হল প্রথম ফ্লাইয়ার বিতরণ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিতরণ হয়ে গেলে তৃতীয় ফ্লাইয়ার বিতরণ করা হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, প্রথম ফ্লাইয়ারের পর

দ্বিতীয় ফ্লাইয়ার প্রায় একবছর পরে আসে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটা এজন্য যে আপনাদের কাছে মানবসম্পদ কম। খুব কম মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। যদিও এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যদি প্রত্যেক আহমদীর মধ্যে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেতনা তৈরী হয়ে যায় তবে, এই কাজে তরবীয়তী দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নতি হবে। মানুষের সাহস বৃদ্ধিও ঘটবে যে, তারা পাম্ফপ্লেট বিতরণের মাধ্যমে তবলীগের কাজে জামাতের প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা যখন লিফলেট বিতরণ করবে কেউ হয়তো খুশি মনে তা গ্রহণ করবে আবার কেউ হয়তো এর বিরোধীতা করবে। দুটি পরিস্থিতিতেই আমাদের মনে নির্ভীকতা তৈরী হবে এবং নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনা আসবে। এই বোধ সৃষ্টি হবে যে, সেই সমস্ত দায়িত্বাবলী পালন করার জন্য তবলীগের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা জরুরী।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বে বলেছিলাম যে, এমন পরিকল্পনা তৈরী করুন যাতে আগামী দশ বছরের মধ্যে গোটা দেশের মানুষের মধ্যে জামাতের পরিচিতি পৌঁছে যায়। আপনাদের মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে এবং সেখান থেকে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া আসে তা থেকে বোঝা যায় যে, যেখানে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে সেখানেই জামাতের পরিচিতি নেই। তবে বাকী স্থানের অবস্থা কেমন হবে? প্রথমে দেখুন যে, যেখানে জনসংখ্যা বেশী সেই সমস্ত স্থানগুলিকে প্রথমে কভার করুন। একবার এই এলাকা কভার হয়ে যাওয়ার পর অন্য প্রদেশে প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করুন। মানবসম্পদ আপনাদের কাছে আছে, খুদ্দাম ও আনসারগণ আপনাদের সঙ্গে আছেন, তাদেরকে কাজে লাগান।

* সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: আমরা এমনটিই করছি। হুযুর আনোয়ার বলেন: আশানুরূপ পরিণাম আসে নি। আপনরা গত পাঁচ বছরে ষাট লক্ষ মানুষের কাছে লিফলেট পৌঁছে দিয়েছি। এটি মোট জনসংখ্যার আট শতাংশ। এইভাবে দশবছরে মোট পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের কাছে লিফলেট পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। পাঁচ বছরে পঞ্চাশ শতাংশ না হলেও ত্রিশ শতাংশ তো করতে পারতেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের কাছে সীমিত মানবসম্পদ আছে। যারা এই কাজে আসে না তাদের মধ্যে অনেকে সদর বা স্থানীয় জামাতের আমীরের সঙ্গে অভিমান করে আসে না। কেউ আবার ন্যাশনাল আমলা বা আনসারুল্লাহ্‌র পদাধিকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। যখন তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করা হয় তারা একথাই বলেন যে, অমুকের কারণে এই কাজ করেছি বা অমুকের কারণে পিছপা হয়েছি। অথচ সমস্ত পদাধিকারী, সদর এবং আমলার পদাধিকারীদের কাজ হল সাধারণ মানুষকে দাপট না দেখিয়ে ভালবেসে কাছে টেনে নিয়ে আসা। এটিই সঠিক পদ্ধতি যার দ্বারা আপনারা মানুষদের তরবীয়তও করতে পারবেন এবং তবলীগের ময়দানেও এগিয়ে যেতে পারবেন।

* হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: এই বছর ১২৬ টি বয়াত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫৯ জন আরব জাতির ৩২ জন জার্মান জাতির।

সেক্রেটারী তবলীগ

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: তরবীয়ত প্রসঙ্গে জামাতীয় স্তরে সব থেকে বড় প্রচেষ্টা হল মসজিদগুলিকে নামাযী দ্বারা পূর্ণ করা। এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: দুই মাস পূর্বে আমি বিশেষ করে নামায সম্পর্কে একটি খুতবা দিয়েছিলাম। বিভিন্ন স্থান থেকে, বিশেষ করে বড় জামাতগুলি থেকে রিপোর্ট আসে যে, সেখানে প্রভাব পড়েছে। আপনাদের এখানে কিরূপ প্রভাব পড়েছে? এর উত্তরে সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: আল্লাহ্‌র ফযলে এখানেও ভাল প্রভাব পড়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খুতবার আলোকে আমরা মজলিসে আমলার সদস্যদের জন্য কার্ড তৈরী করেছি যাতে আমলার সদস্যরা মসজিদে হাজির হন এবং অন্যান্য সদস্যদের জন্য নমুনা পেশ করেন।

* হুযুর আনোয়ার (আই.) সেই সমস্ত জামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যেখানে নামায-এর সেন্টার নেই। এর উত্তরে এক জামাতের সদর বলেন, শহরে একটি হলঘর আছে সেখানে জুমার নামায পড়ি। তিনি বলেন তাদের মজলিসে আমলার সদস্য সংখ্যা হল সতেরো। প্রায় কুড়ি জন সদস্য জুমার দিন সেখানে নামাযে আসেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:সর্বপ্রথম নিজের মজলিসে আমলার সদস্যদের নামাযে নিয়মনিষ্ঠ করে তুলুন। সবার আগে নিজের ঘর থেকে সংশোধন শুরু করুন। আপনার আমলারা হল আপনার পরিবার। সবার আগে আমলার সদস্যদের সংশোধন। আপনার আমলার সদস্য সতেরো। অনুরূপভাবে আনসার ও খুদ্দামদের সদস্যরাও আছেন। যদি এগুলি সব যথারীতি হয় তবে এদের সংখ্যায় তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হয়ে যায়। নিজের আমলার সদস্যদের মধ্যে নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলুন। যদি আমলার সদস্যরা নিজেদের সংশোধন করে নেন তবে অন্যান্য সংশোধন নিজে থেকেই হয়ে যাবে। আপনারা অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজেদের সংশোধন করুন।

* এরপর সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন: এছাড়াও পারিবারিক জীবনে সংশোধন আনারও চেষ্টা করছি। এর জন্য আমরা মুরুব্বীদের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এ বিষয়ে যুবকদের জন্যও বিশেষ কাজ হওয়া উচিত। অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর আনসারদের সম্পর্কেও অভিযোগ আসে। লাজনাদের পক্ষ থেকেও অভিযোগ আসে যে, কিছু মহিলা বা মেয়ে আছে যারা এখানে ভিসা নেওয়ার জন্য বিয়ে করেছে এবং পরে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদেরও দোষ থাকে। মেয়েদের দোষ চল্লিশ শতাংশ হলে ষাট শতাংশ ছেলেদেরও দোষ থাকে। অধিকাংশ ছেলেদের নিজেদের দোষ থাকে, কিন্তু তারা মহিলাদের কাছে আশা রাখে যেন প্রথমে তাদের সংশোধন হয়। প্রথমে নিজেদের সংশোধন করুন। পুরুষরা যদি নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে পরিবারের সংশোধন হয়ে যাবে, এবং নিজের পাশাপাশি সন্তান-সন্ততিরও তরবীয়ত হয়ে যাবে। অন্যথায় মহিলা হাত তুলবে এবং ঝগড়া আরম্ভ হবে। অনেক সময় তিন-চারটি সন্তান হয়ে যাওয়ার পর ঝগড়া হতে থাকে এবং খোলা-তালাক পর্যন্ত কথা গড়ায়। এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর জন্য সর্বত্র প্রত্যেক স্তরে সদরদেরকে সেক্রেটারী তরবীয়তদের সক্রিয় করে তুলতে হবে এবং সব সময় তাদের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। এর জন্য পূর্ণাঙ্গীণ পরিকল্পনা তৈরী করুন। এবং পূর্বে এমন পরিবারের অবস্থা কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়েছে, সে বিষয়ে রিপোর্ট তৈরী করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তার উপর দৃষ্টি রাখা ইসলাহ কমিটির কাজ নয়, বরং লাজনা, খুদ্দাম, আনসার-প্রত্যেকে নিজের নিজের স্তরে এবং জামাতীয় ভাবেও ইসলাহ কমিটির সদস্যদের সর্বত্র দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এমন বিষয় একদিনেই সামনে আসে না। পারিবারিক সমস্যা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলে তখনই সংশোধনের জন্য প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। সদর, সেক্রেটারী, খুদ্দাম, আনসার এবং জামাতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার উচিত তখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যাতে সমস্যা কম হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্বাধীনতার নামে এখানকার পুরুষরা বেশি লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এখানে জন্ম গ্রহণ করা ছেলেমেয়েদের সম্পর্কেও অভিযোগ আসে। পাকিস্তান থেকে আসা কিছু ছেলেমেয়ে উভয় পক্ষ থেকে অভিযোগ আসে। তাই কোথায় কোথায় দূর্বলতা রয়েছে এবং তা কিভাবে দূর করা যায় তা সম্পূর্ণরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। কার দোষ বেশি এবং দোষের কারণ কি তা যাচাই করে দেখতে হবে। খতিয়ে দেখতে হবে যে, এর কারণ কেবল জাগতিক না কি সত্যিই এক পক্ষ অপর পক্ষকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এরপর বিষয়টি যখন পদাধিকারীদের কাছে যায় তখন তাদের পক্ষ থেকেও নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পায় যা বিবাদের আগুনে ঘিয়ের কাজ করে। এ সমস্ত বিষয় আপনাদের অবগত থাকা উচিত।

* সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন: তরবীয়ত সেক্রেটারীদেরকে এবছর সক্রিয় করছি এবং তাদের রিফ্রেশর কোর্সও করানো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্‌ এ বিষয়ে আরও কাজ করা হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এ বছর কেন সক্রিয় করছেন? এই কাজ আগেই করতে হত। এর পরিণামও আসা দরকার।

সেক্রেটারী রিশতা-নাতা

সেক্রেটারী রিশতা-নাতা নিজের রিপোর্ট দিয়ে বলেন: আমাদের কাছে যে সমস্ত বিবাহ সম্পর্ক ধার্য হয় সেগুলির সংখ্যা নগণ্য। এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। ছেলেদের সংখ্যা খুব কম।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই সমস্যা পৃথিবীর সর্বত্রই রয়েছে। প্রথমতঃ ছেলেদের সংখ্যা কম তার উপর তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও কম। কিন্তু ছেলেদেরকে বিয়ে তো করতেই হবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করেছি। আপনারা 'তবশীর'-কে কতজন পাত্র-পাত্রীর বিবরণ পাঠিয়েছেন?

সেক্রেটারি রিশতা-নাতা বলেন: কেন্দ্রীয় স্তরে যে কমিটি কাজ করছে আমরা তাদেরকেও বিবরণ পাঠাতে পারি নি। কেননা, কিছু আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আইনি বাধার বিষয়টি আমি বুঝতে পারলাম না। আপনাদের পক্ষ থেকে উত্তর আসে যে, বিবরণ পাঠাতে পারবেন না কারণ ব্যক্তিগত তথ্য জিজ্ঞাসা না করে অন্য দেশে তা পাঠানো যায় না। আমি বুঝতে পারি না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কিভাবে পাঠাচ্ছে? আহমদীয়াতের বয়আত গ্রহণের পর একজন আহমদী হয়ে যায়। আপনারা কোনও অ-আহমদীকে বিবরণ পাঠাচ্ছেন না যে, কোর্টে গিয়ে মামলা করে দিবে। এটি তো একটি ছুতো। আপনাদের উত্তর আগেই এসেছে যা আমি পড়েছি। আমার নিকট এর কোন বৈধতা নেই। এটা একটা ছুতো। যখন আপনারা বিবরণ সংগ্রহ করেন তখনই কেন লিখিয়ে নেন না যে, তোমরা কেবল নিজেদের দেশেই বিয়ে করতে চাও, আর তোমাদের বিবরণ যেন এদেশেই থাকে। এছড়া যদি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠাতে চাই তবে সেটিও লিখে নিন।

সেক্রেটারী রিশতা নাতা বলেন: আমরা ফর্মে একটি শূন্যস্থান রেখেছি যেটি লোকেরা পূরণ করে না। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি তো তখনই সম্ভব যখন আপনাদের সদরগণ সক্রিয় হবে, সংশ্লিষ্ট রিশতা নাতা সেক্রেটারীকে সক্রিয় হতে হবে। প্রত্যেক স্তরে সংশ্লিষ্ট রিশতা নাতা সেক্রেটারীদেরকে সক্রিয় করাও আপনাদের কাজ। আপনারা নিজেদের সেক্রেটারীদেরকে দিয়ে কেন কাজ করান না? এখানে জার্মানীতে আপনাদের সব কিছু নিজের কাছে চেপে রাখার অভ্যাস তৈরী হয়েছে। শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত প্রত্যেকের মাথায় একটি বিষয় ঢুকে আছে যে, আমাদের দেশের জিনিস দেশেই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 28 Sep, 2017 Issue No. 39

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আটের পাতার পর.....

বৃক্ষে পরিণত হতেও দেখা যায়। বর্তমান ফেইস বুক নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। অথচ আহমদী ছেলে-মেয়েদেরকে ফেইসবুক ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণভাবে হুযূর (আই.) নিষেধ করেছেন। এবং এসব অবৈধ যোগাযোগের মাধ্যমে দেখা যায় এ প্রেম বৃক্ষের ফল সামাল দিতে কাজী অফিস, কোর্টে গিয়ে সমাজের অগোচরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হয়ে যায়। এ ধরনের বিবাহ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এবং আহমদীয়া জামা'তে গ্রহণ যোগ্য নয়। এ ধরণের কাজকে ইসলামে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু যুবাইর মক্কী (রা.) থেকে বর্ণিত. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এমন একটি বিবাহের ঘটনা উপস্থিত করা হলো, "যে বিবাহে একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যতীত আর কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি বললেন, এটি গোপন বিবাহ। আমি ইহাকে জায়েয বলি না। যদি আমার এ সিদ্ধান্ত আমি পূর্বে প্রকাশ করতাম তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, ২৬ নং হাদীস)

হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল হবে। আর তিনি (সা.) এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে সম্পূর্ণ মোহরানা প্রদান করতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের আমীর তার অভিভাবক হবেন, কেননা যার কোন অভিভাবক নেই দেশের আমীরই তার অভিভাবক"। (আবু দাউদ ৩য় খন্ড) বিষয়টি অত্যন্ত ভয়ের, এখন ভেবে দেখুন, আমি আহমদী মেয়ে, আমি একজন অ-আহমদীকে বিয়ে করার জন্য চিন্তা করছি, তাহলে আমার ক্ষেত্রে কি হবে?

এছাড়া কিছু এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, আহমদী মেয়ে বা ছেলে গায়ের আহমদী মৌলভী বা কোর্টে গিয়ে বিয়ে পড়িয়েছে। যখন একজন আহমদী মেয়ে অ-আহমদী ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করে তখনতো তার বিয়ে অআহমদী মৌলভী বা কোর্টেই হয়ে থাকে, কারণ কোন আহমদী মওলানা এমন বিয়ে পড়াতে পারেন না। তাই যখনই অ-আহমদী দ্বারা বিয়ে পড়ানো হয় সেই সময় থেকেই সে আহমদী আর থাকে না। যেমন গয়ের আহমদী মৌলভী বা কোর্টে বিয়ে পড়ানোর বিষয়ে হুযূর আনওয়ার (আই.) যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাহলো-গত ১৬ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখ বাংলাডেস্ক লন্ডন থেকে মোকাররম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব স্বাক্ষরিত এক পত্রে জানানো হয়েছে যে, "জনৈক আহমদী গায়ের আহমদী মৌলভী দ্বারা বিয়ে পড়ানোর প্রেক্ষিতে হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেছেন, ভবিষ্যতে যদি কেউ গয়ের আহমদী মৌলভী দ্বারা বা কোর্টে বিয়ে পড়ায় তাহলে তাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নামা নিতে হবে যে, আমি লজ্জিত, আমি গয়ের আহমদী ইমাম দ্বারা নিকাহ পড়িয়ে কার্যত মুরতাদ হয়ে গেছি আর অনুশোচনা করছি। আমি পুনরায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখেল হতে চাই"।

[জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ, সার্কুলার নং ২৮/২০০৩ (২২০)]

যারা জামা'তের বাহিরে বিয়ে করে বা বিয়ে দেয় তাদের সম্পর্কে হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেন "যারা জামা'তের বাহিরে বিয়ে করে বা বিয়ে দেয় তাদের বেত্রাঘাত করার মতো কোন সুযোগ আমাদের নেই। তরবিয়তের ওপর জোর দিতে হবে আর জামা'তের সদস্যদেরকে বার বার বুঝাতে হবে। এ সম্পর্কে খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ ও লাজনা ইমাইল্ল াহ সংগঠনকে নিজ নিজ কর্ম পরিধিতে কমিটি গঠন করে রিশতানাতা সম্পর্কে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলুন। সর্বত্র রিশতানাতা ফোরামের ব্যবস্থা করুন, আলোচনা করুন, এ সংক্রান্ত সমস্যার চুল চেরা বিশ্লেষণ করুন, বিয়ের বয়সে উপনীত ছেলে মেয়ের তালিকা প্রনয়ণ এবং জামা'তের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেক অঞ্চলে অংগ সংগঠনগুলোর উচিত হবে নিজ নিজ গণ্ডিতে ছেলে-মেয়ে ও তাদের পিতা-মাতাকে বুঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া। পিতামাতাকে নিজ নিজ সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলুন। ছেলে-মেয়েদের বুঝান যে, এদিক সেদিক না দেখে আহমদী জীবন সাথী সন্ধান করুন। যদি কারো সাথে সমতার মিল না থাকে অর্থাৎ ছেলে যদি বেশি শিক্ষিত হয় আর মেয়ে কম শিক্ষিত বা বিপরীত হয় তাহলে কুরবানীর মন মানসিকতা থাকা উচিত।"

(পত্র নং বিডিএল-২৭, ১৩ জুলাই, ২০১০)

আমরা যদি যুগ খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে উত্তম তরবিয়ত দিয়ে মানুষ করি তাহলে কখনই আমাদের সন্তানরা বাহিরে বিয়ে করতে পারে না। আমাদের সন্তানদের বাহিরে বিয়ে করার পিছনে আমাদের পিতা-মাতারা অনেকাংশেই দায়ী। আমরা যদি ছোট থেকেই তাদেরকে এর ভয়াবহতা ও কুফল সম্পর্কে অবগত করাতে থাকতাম তাহলে হয়তো তারা এমনটি করতো না। এছাড়া দেখা যায় মেয়ে বা ছেলে বিবাহের বয়সে উপনিত হওয়া সত্ত্বেও বিয়ের বিষয়ে কোন চিন্তা করছি না বা আরো ভালো পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করতে থাকি। এসব না দেখে আমাদেরকে একজন সত্যিকারের আহমদীর সন্ধান করা উচিৎ।

****

রিপোর্টের শেষাংশ.....

থাকবে, আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করব। আমেরিকা ও কানাডা আপনাদের দেশের থেকে বড়, সেখানে তো এই কাজ হচ্ছে। সেখান থেকে পাত্রপাত্রীর বিবরণ আসছে। কাজ করার ইচ্ছা থাকলে একশ উপায় বের করা যেতে পারে। এটা হতে পারে না বা সেটা হতে পারে না- এমন উত্তর আমার কাছে কেবল ছুতোই মনে হয়। আপনারা নিজেদেরকে সক্রিয় করুন। যদি আপনাদের নিজেদেরই সংশোধন না হয়, তবে জামাতের সদস্যদের কাছে কি প্রত্যাশা করেন?

সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ

* সেক্রেটারী তাহরীক জাদীদ নিজের বিভাগের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, তাহরীকে জাদীদে আমাদেরকে ৩৪ হাজার চাঁদায় অংশগ্রহণকারী তৈরী করার লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যা আমরা পুরণ করে নিয়েছিলাম। আগামী বছরের পঁয়ত্রিশ হাজারের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি এই কারণেই বলেছিলাম যে, কেউ যদি এক ইউরোও চাঁদা দেয় বা পঞ্চাশ সেন্টও দেয়, চাদাঁয় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন। মানুষকে আর্থিক কুরবানী করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। বড় বড় নগদ অর্থ নেওয়াই জরুরী নয়। চাঁদায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত যাতে প্রত্যেকের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি হয় যে, তারা আর্থিক কুরবানীর অংশ। মানুষ যেন আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করে।

(ক্রমশঃ)

একের পাতার পর.....

যদি কেউ আঁ হযরত (সা.) কে মৃত বলে তবে আমি তার মস্তক ধড় থেকে পৃথক করে দিব। এই উত্তেজনার মূহুর্তে আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বাকার (রা.) কে বিশেষ জ্যোতিঃ ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করলেন। তিনি সকলকে একত্রিত করে খুতবা প্রদান করলেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) একজন রসূল এবং তাঁর পূর্বে যত রসূল এসেছেন তাঁরা সকলে মৃত্যু বরণ করেছেন। এখন একটু চিন্তা করে বলুন যে, হযরত আবু বাকার (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর এই আয়াত কেন পাঠ করলেন এবং এর দ্বারা তাঁর অভিপ্রায় কি ছিল? যখন কি না সকল সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি এবং আপনারা একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে সাহাবারা যারপরনায় মর্মাহত ছিলেন এবং তাঁরা এটিকে একটি অপমৃত্যু মনে করছিলেন। .....যদি তাঁরা একথা জানতেন এবং এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আছেন তবে তো জীবিতই মারা যেতেন। তাঁরা তো মহানবী (সা.)-এর পাগলপ্রেমী ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো জীবিত থাকাকে তারা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারতেন না। তবে কীভাবে তাঁরা নিজেদের চোখের সামনে মহানবী (সা.) কে মৃত দেখতেন অথচ মসীহকে জীবিত বলে বিশ্বাস করতেন? অর্থাৎ যখন আবু বাকার (রা.) খুতবা পাঠ করেন তখন তাঁদের উত্তেজনা প্রশমিত হল। সেই সময় সাহাবারা মদিনার ওলিতে গলিতে এই আয়াত পাঠ করে বেড়াতেন এবং মনে করতেন যেন এই আয়াত আজই অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সময় হুস্সান বিন সাবেত (রা.) একটি 'মুরসিয়া' (শোক-পঙক্তি) লেখেন। তিনি লেখেন-

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِيَ عَلَيْكَ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ

অর্থাৎ তুমি আমি আমার নয়নের মণি ছিলে যা তোমার মৃত্যুর পর অন্ধ হয়ে গেছে।

আমি তো কেবল তোমারই মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম, এখন তোমার পর যে খুশি মারা যাক আমি পরোয়া করি না।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ২০ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৮-২৬২)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.